দ্বিমাসিক

কপোত

চার্চ অব বাংলাদেশ

মে - জুন ২০২১ খ্রীষ্টাব্দ

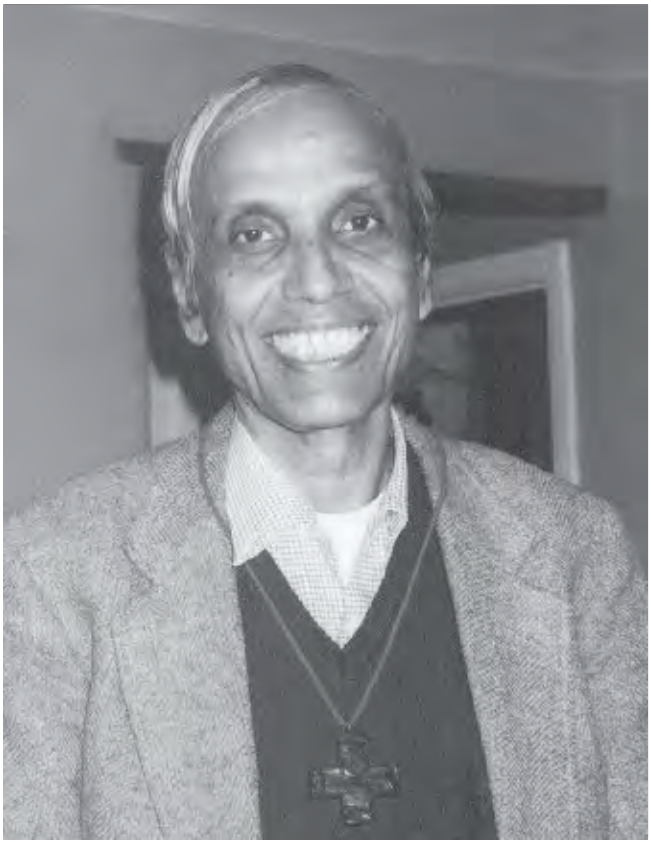

রাইট রেভা. বার্ণবা দ্বিজেন মন্ডল

জন্ম ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যু ঃ ২৯শে জুন ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

চার্চ অব বাংলাদেশ সিনড এবং এর অঙ্গ সংস্থা সালোম ও সিএমসিওয়াই-এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বার্ণবা দ্বিজেন মন্ডলের ২য় মৃত্যুবার্ষিকির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

কপোত

'মে - জুন' ২০২১ খ্রীষ্টাব্দ

৩৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রকাশক :

রাইট রেভা. স্যামূয়েল সুনীল মানখিন

মডারেটর ও ঢাকার বিশপ

সম্পাদকীয় পরিষদ :

রাইট রেভা. স্যামূয়েল সুনীল মানখিন - সভাপতি
মি. ডেভিড অঞ্জন হীরা - সম্পাদক
রাইট রেভা. হেমেন হালদার - সদস্য
রেভা. জন প্রভুদান হীরা - সদস্য
রেভা. শলোমন কিস্কু - সদস্য
মি. জনেশ লোটন রায় - সদস্য
মি. ফ্রান্সিস বালা - সদস্য
ড. ফ্লোরেন্স লিপিকা সমাদ্দার - সদস্য
মিসেস ঊষা চাম্বুগং - সদস্য
মি. পিটার প্রভঞ্জন কারিকর - সদস্য

সম্পাদক -

ডেভিড অঞ্জন হীরা

প্রকাশনা ও 'কপোত' সম্পাদক

৫৪, জনসন রোড, ঢাকা-১১০০

E-mail : cob.publication@gmail.com

গ্রাফিক্স ও অলঙ্করন :

ডেভিড অঞ্জন হীরা

চার্চ অব বাংলাদেশের পক্ষে -
প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

কেবলমাত্র চার্চ সদস্যদের মধ্যে বিতরণযোগ্য

মূল্য : ২০ টাকা

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশত্তমী বা 'Pentecost' কাল চলছে। খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার নেমে আসাকেই আমরা পঞ্চাশত্তমী বলি। পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়ে যীশুর শিষ্যেরা হয়ে উঠেছিলেন অদম্য সাহসী, প্রজ্ঞাবান। সেই সময়কার প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা খ্রীষ্টকে প্রচারে ভয় পাননি, ভীত হননি নিজেদের জীবন উৎসর্গেও।

পঞ্চাশত্তমী আপনাকে আমাকে সৎ, বিশ্বস্ত, সাহসী ও খ্রীষ্ট নাম প্রচারে উদ্যোগী হতে শিক্ষা দেয়। আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকেই আমরা খ্রীষ্টকে প্রচার করতে পারি। সেই সহায় বা শক্তি পবিত্র আত্মা রূপে সর্বদা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে আছেন। আমাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য পরিস্কার জায়গার প্রয়োজন। পরিস্কার হৃদয় তৈরী করাই আমাদের কাজ, বাকীটা তিনি নিজেই করিয়ে নেন। সমর্পিত নম্র চিত্ত, হৃদয়কে ধৌত করে দেয়; ঈশ্বর আমাদেরকে পরিস্কৃত হতে সাহায্য করুন।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার ত্যাগ ও স্নেহ-ভালবাসার তুলনা শুধু পিতা-মাতাই। প্রতি বছরই পালিত হয় *'বিশ্ব মাতৃ ও পিতৃ দিবস'*। 'মে' ও 'জুন' মাসের যথাক্রমে ১৪ ও ১৮ তারিখ ছিল দিনটি পালন করার জন্য। দিনটিতে সন্তানদের অনেক অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় সোস্যাল মিডিয়াগুলোতে। এটি যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা না হয় কিন্তু হয়ে ওঠে প্রাণের আকুতি। আমাদের অর্বাচিন আচরণ দ্বারা পিতা-মাতার আশির্বাদের ছায়া হতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই, আমাদের ব্যস্ততম সময় যেন সঞ্চিত থাকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্যও।

কোভিড কালীন এ সময়ে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা ও সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের সর্বপ্রকার সামাজিক মেলামেশা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে, কারণ এ ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শ, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। নিজের, পরিবারের, সমাজের তথা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আহুত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সকল প্রকার ধর্মিয় আচার অনুষ্ঠান সরকারী বিধি নিষেধ অনুযায়ী নিজ নিজ গৃহে পালন করতে হবে। ***'হে আমার জাতি, চল, তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ কর, তোমার দ্বার সকল রুদ্ধ কর,...' (যিশাইয় ২৬ঃ২০ক)।***

আমাদের প্রতিটি গৃহ হয়ে উঠুক এক একটি উপাসনালয়।

-সম্পাদক।

“বৈশ্বিক করোনা মহামারীর মাঝে যীশুতে আমাদের প্রত্যাশা কখনো যেন শেষ না হয়”

রাইট রেভা. স্যামূয়েল সুনীল মানখিন

কপোত পত্রিকার সকল পাঠক/পাঠিকা ও খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোনদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। মনে করেছিলাম আমাদের দেশ ও বিশ্ব থেকে বৈশ্বিক করোনা মহামারী বুঝি এবার শেষ হয়ে যাবে, থেমে যাবে। কিন্তু গতবারের চেয়ে এবারে যেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত হয়ে ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট ও ব্লাক ফাঙ্গাস নামক করোনা ভাইরাসটি দশগুণ বেশী শক্তিশালী হয়ে কিছুদিন পূর্বে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশ আমাদের এই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারতে যেভাবে তান্ডব চালিয়েছিল তার ধারে কাছেও এখনো আমাদের এদেশে এর মৃত্যুর মিছিল আসেনি। তবে এলো বলে। জাতি আজ মহাশঙ্কিত। যদিও অধিকাংশ মানুষের এখনও পূর্ণ হুস হয়নি এবং কোন স্বাস্থ্য বিধি মানছেন না। ভারতের সেই ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট কিভাবে যেন বাংলাদেশে প্রথমে সীমান্তবর্ত্তী সাতটি জেলার কিছু মানুষদের হয়ে এদেশে ঢুকেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এরই মধ্যে মৃত্যু ও সংক্রমণের হার বৃদ্ধি ত্বরিতগতিতে বাড়ছে তো বাড়ছেই। কি হবে আমাদের দেশের লোকদের? এরই মধ্যে মৃত্যুর মিছিল যে শুরু হয়ে গেছে। বিশেষভাবে চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, খুলনা অঞ্চলসহ অনেক জেলাতেই। অনেকে এরই মধ্যে স্বজন ও নিকটজন হারিয়ে দিশেহারা, স্তব্ধ, হত বিহব্বল হয়ে পড়েছেন। আমাদের খ্রীষ্ট সমাজের লোকজনও অনেকে করোনা পজিটিভে আক্রান্ত হয়েছেন, বাদ পড়ছেন না চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণও যারা ফ্রন্ট লাইনার সবাই। ইতিমধ্যে আমরা চার্চ অব বাংলাদেশ মণ্ডলীর বিশিষ্ট দুইজন ভাই রাফায়েল বিশ্বাস ও জেমস তেজস দাসকে চিরতরে হারিয়েছি। তাঁদের মৃত্যু এখনও আমাদের অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়। অনেক সময় বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়ি, আবার শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং প্রার্থনা করে আমরা জেগে উঠি। না এসবের মধ্যেও যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সঙ্গে আছেন, থাকবেন এবং অবিশ্বাস্যভাবে তিনি আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ।

বছর দুই আগে জর্ডানের “নিব” পাহাড়ের উপরে অবস্থিত জায়গায় প্রায় তেতাল্লিশ জন বিশ্বব্যাপী এ্যাংলিকান মণ্ডলীর আর্চ বিশপগণ গিয়েছিলাম। সেই জায়গা থেকে মোশীকে ঈশ্বর ইসরাইল জাতির জন্য প্রতিশ্রুত “দুগ্ধমধু” প্রবাহী দেশ দেখিয়েছিলেন, সেখানেই পিত্তলের নির্ম্মিত সুউচ্চ সর্পের প্রতিকৃতি আজও রাখা আছে (ছবি সম্বলিত, একবার দেখুন)। সর্পের আঘাতে মহামারীর মত যখন লোকেরা মারা যাচ্ছিল, তখন ঈশ্বর মোশীকে বলেছিলেন, “তুমি একটি সর্পের প্রতিকৃতি তৈরী করো এবং ঈশ্বর/আমাতে বিশ্বাসীবর্গকে ঐ সর্পের প্রতিকৃতিতে তাকাতে বলো, তাতে যত লোক সর্পাঘাতে পতিত হবে তারা যদি বিশ্বাসে সেই সর্পের প্রতিকৃতিতে তাকায়, তারা রক্ষা পাবে”। আর তাই সত্য হয়ে উঠেছিল, যত লোক বিশ্বাসে সেই পিত্তলের তৈরী সর্পের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়েছিল তারা সবাই রক্ষা পেয়েছিলেন।” (গণনাপুস্তক ২১:৮-৯ পদ।)

আমরাও আজ যদি ক্রুশে যিনি হত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর তিনদিন পর পুনরুত্থিত হয়েছিলেন তাঁর দিকে অথবা ঈশ্বরের দিকে নম্রতায়, অনুতাপ সহকারে, প্রার্থনায় ও বিশ্বাসে সমর্পিত হতে পারি তবে আমরাও রক্ষা পাবো। ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রীষ্ট তিনি

উত্তাল সমুদ্রকে ও বাতাসকেও থামাতে সমর্থ ছিলেন এই সত্য কাহিনী আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি। সব কিছু একদিন স্বাভাবিক হবেই হবে। এই মহামারীতে কার মৃত্যু হবে কার হবে না তা আমরা হলফ দিয়ে বলতে পারবোনা। মৃত্যু আসছে, মৃত্যু হবে, ঈশ্বরের ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে- পাবে, আবার ঈশ্বরই তাঁর পুত্র যীশুর মাধ্যমে সব কিছু একদিন শান্ত করে তুলবেন।

আমাদের মণ্ডলী, দেশ ও সারা বিশ্ব আজ এই করোনার কারণে তালমাতাল, বিশ্ব আজকে থমকে দাঁড়িয়েছে, কতভাবে যে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে! মানুষ শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে, পরিবারগত নানাভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। সারা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, শিক্ষকগণ এবং নানান শ্রেণী পেশার মানুষ আজ এক গভীর সমস্যায় জর্জরিত। মণ্ডলী হিসেবে আমরাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, কিভাবে যে মণ্ডলী পরিচালিত হবে অনেক সময় তা ভেবে পাইনা। কিন্তু এরই মধ্যে আমার সাথে সাথে আপনাদেরও অনেকের বিশ্বাস আমাদের যীশু খ্রীষ্টের উপর রয়েছে। তিনিই এই মহাবিপদ, মহাসংকট হতে আমাদের সবদিক থেকে রক্ষা করতে সমর্থ। এই মহামারীকে শান্ত করতে সমর্থ - আমাদের কর্ত্তব্য তাঁর দিকে বিশ্বাসে ফিরে তাকানো এবং অন্তরে তাঁকে গ্রহণ করে, তাঁরই অনুসৃত পথ অনুসরণ করা, মানুষ ও মানবতাকে ভালবাসা ও সৃষ্টিকে রক্ষা করা। আগামীকাল থেকে আমাদের দেশে সারাদেশ ব্যাপী সীমিত আকারে লকডাউন দিয়ে এরপর ১লা জুলাই থেকে সাটডাউন শুরু হবে। কোনো ভয় নেই। আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো, ঈশ্বরের কাছে দেশ ও বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করবো। যীশুর উপর আমাদের প্রত্যাশা অটুট রাখবো, তিনিই আমাদের সহায় থাকুন।

সবাই সুস্থ্য থাকুন, ভাল থাকুন, প্রার্থনায় ও ধ্যানে মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিবিষ্ট থাকুন।

পবিত্র বাইবেলের বাণী ধ্যান করি **"আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।"** *-২ বংশাবলী ৭:১৪ পদ।*

"পবিত্র আত্মা"

রেভা: ইম্মানুয়েল মল্লিক

পবিত্র আত্মা কে? পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যাক্তি। তিনিই পিতা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত প্রেমের ও সত্যের আত্মা এবং ঈশ্বরের আত্মা ও খ্রীষ্টের আত্মা। যিনি চিরকাল আমাদের সাথে বাস করেন। তিনি একজন ব্যক্তি, আত্মিক দেহে এবং অগ্নি, বাতাস ও কপোতের আকারে স্বর্গ হতে নেমে আসেন। পিতা ঈশ্বর মহান পরিকল্পনাকারী এবং খ্রীষ্ট যীশু হলেন পিতা ঈশ্বরের মঙ্গলময় পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী এবং পবিত্র আত্মা হলেন সেই শক্তি, যিনি সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে শক্তি দানকারী। ঈশ্বর পিতা ও পুত্র এবং পবিত্র আত্মা তিনজন ব্যক্তি, কিন্তু তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত এক ও অভিন্ন। তিনজনের কেউই কখনও পরস্পর থেকে আলাদা ছিলেন না এবং হতেও পারেন না। এই তিনে মিলেই পবিত্র সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর। সৃষ্টির শুরুতে দেখি যে, সর্ব প্রথম মহান প্রেমময় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ফুঁ দিয়ে মানুষের নীরব ও নিথর মাংসিক দেহের মধ্যে প্রাণ বায়ু এবং তাঁর আত্মার বীজ ও শক্তি পবিত্র আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে সজীব ও জীবন্ত করলেন। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সাথে মানুষের আত্মার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং পরম আত্মার সাথে মানব আত্মা চিরকালের জন্য একাত্ম ও মিলিত হলো। এই মিলন যিনি ঘটিয়ে ছিলেন তিনিই হলেন পবিত্র আত্মা, ইনিই ঈশ্বরের আত্মা ও খ্রীষ্টের আত্মা। ত্রিব্যাক্তি এবং তিন সত্ত্বায় বিরাজমান, কিন্তু আত্মায় তাঁরা সর্বশক্তিমান, স্বর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান এক ঈশ্বর।

ঈশ্বরের আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে– তাঁর নিঃশ্বাস, তাঁর বাক্য, তাঁর আঙ্গুল, তাঁর হাত। তাহলে আমরা দেখছি ঈশ্বরের আত্মা আসলে তাঁরই ক্ষমতা বা শক্তি, যার দ্বারা তিনি সবকাজ করে থাকেন। এই আত্মা আমাদেরকে ও সমগ্র সৃষ্টিকে দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা আমাদের জীবন (প্রাণ) বেঁচে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই শ্বাসপ্রশ্বাস বা নিঃশ্বাস রয়েছে (আদিপুস্তক ৭:২২), যা আমাদের জন্মের সময় ঈশ্বর আমাদের মাঝে দিয়েছেন (গীতসংহিতা ১০৪:৩০; আদিপুস্তক ২:৭)। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই আসল জীবনীশক্তি, যাঁর দ্বারা সকল প্রাণী বেঁচে থাকে, তাঁর আত্মা প্রতিটি স্থানে উপস্থিত (গীতসংহিতা ১৩৯:২,৭,৯,১০ পদ)। সত্য ঈশ্বর এবং তাঁর আত্মার মাধ্যমে সমস্ত স্থানে তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারটি যদি আমরা বুঝি সমগ্র জীবনের ধারণাই আমাদের পরিবর্তিত হবে। আমাদের চারপাশে তাঁর আত্মা বিরাজ করছে, তাঁর কাজ সবক্ষেত্রে, তাঁর আত্মার উপস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে, যা আমাদের কাছে ঈশ্বরকে জীবন্তভাবে প্রকাশ করে। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের ভিতরে পবিত্র আত্মা ছিল এবং ঈশ্বরের মতো অনন্তজীবন প্রাপ্ত ছিল। কারণ আত্মার কোন বিনাশ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবাধ্যতার কারণে মানুষ অভিশপ্ত হয়। পবিত্র আত্মা এই অভিশপ্ত মাংসিক দেহে চিরকাল আর বাস করতে পারেননি। কেননা ঈশ্বর তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আর এই পবিত্র আত্মা মানবাত্মা থেকে চিরকালের মতো চলে যাওয়ায় মানবাত্মা চিরকালের জন্য পরমাত্মা ঈশ্বর থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়, এটাই আত্মিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর কথায় ঈশ্বর পিতা বলেছিলেন "যেদিন তোমরা সেই ফল ভোজন করিবে (মানে আমার বাক্যের অবাধ্য হবে) সেদিন মরিবেই মরিবে"(আদিপুস্ত ৩:৩পদ)। কিন্তু তাঁর আত্মার অংশ দিয়ে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবাত্মাকে তিনি ছেড়ে থাকতে পারেননি। কারণ এই মানুষ ছিল তাঁর

সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি। সেই জন্য পবিত্র আত্মাকে মানুষের হৃদয়ে আবার চিরকালের জন্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের আত্মা ব্যকুল ছিল। তিনি বার বার তাঁর বিশেষ মনোনীত ভক্তদের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আমার আত্মাকে আবার তোমাদের অন্তরে স্থাপন করব। আর তখন তোমরা আবার আমার সন্তান হবে এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হবো। চিরকাল তোমরা আমার সাথে বাস করবে। (যিহিস্কেল ভাববাদী ৩৬:২৬-২৮)। যে প্রতিজ্ঞা পঞ্চাশত্তমী দিনে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল পবিত্র আত্মা চিরকালের জন্য মানবাত্মায় অবতরণের মধ্য দিয়ে। (প্রেরিত ২ অধ্যায়)।

এই পবিত্র আত্মায় খ্রীষ্টকে মাংসিক দেহে ধারণ করিয়েছেন (লূক ১:৩৫ পদ)। এই পবিত্র আত্মায় খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময়ে কপোতের আকারে তাঁর উপরে আসেন ও বিভিন্ন প্রলোভনের উপর বিজয়ী হতে এবং সমস্ত আশ্চর্য্য কাজ করতে শক্তি যুগিয়েছেন। খ্রীষ্টের মৃতদেহ থেকে তাঁকে রূপান্তরিত করে পুর্নজীবিত করেছেন এই পবিত্র আত্মাই। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের আত্মাকে নূতন সৃষ্টি করে ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের আত্মার সাথে সংযুক্ত করে এবং এক সহভাগিতায় বাস করতে সুযোগ করে দেয়। খ্রীষ্টের মানব দেহে এই পৃথিবীতে আসার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এই অভিশপ্ত মাংসিক দেহকে তাঁর পবিত্র দেহ ও রক্তের শক্তিতে অভিশাপ মুক্ত করে ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে ফিরিয়ে দেওয়া। যেন আবার মানুষ পবিত্র আত্মা পেয়ে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত ও নূতন ভাবে সৃষ্টি হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে। কেননা ঈশ্বর পিতা মানুষকে তাঁর আত্মার অংশ দিয়ে এইজন্য সৃষ্টি করেছিলেন যেন সে চিরকাল তাঁর সঙ্গে বাস করে। এই পবিত্র আত্মা পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের রূপান্তর ঘটে, আমরা পুনঃসৃষ্টি হয়ে থাকি। সাধু পৌল বলেন "ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে,তবে সে নূতন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে" (২ করিন্থীয় ৫:১৭)। তাই পবিত্র আত্মার বিভিন্ন ফল আমাদের জীবনে দেখা যায় এবং তিনি বিভিন্ন দানে আমাদের জীবনকে আশীর্বাদযুক্ত করে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আমাদের ব্যবহার করে থাকেন।

পবিত্র আত্মার কাজ ঃ পবিত্র আত্মার কাজ আমাদের কঠিন হৃদয়কে নরম হৃদয় করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর বাক্যের বাধ্য হতে অনুপ্রানিত করে। পবিত্র আত্মা বাতাসের ও বিদ্যুতের মত শক্তি যা মাংসিক চোখে দেখা যায়না,কিন্তু এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যুত যে আছে কিভাবে বুঝি? যখন আমরা বৈদ্যুতিক সুইচ অন করি তখন লাইট জ্বলে উঠে এবং ফ্যান ঘুরে বাতাস হয়। কিন্তু কোন শক্তিতে বা কিভাবে এটি হচ্ছে আমরা কেউ দেখতে পাইনা কিন্তু তার ফল আলো ও বাতাস দেখতে পাই। ঠিক একই ভাবে যদি আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দিই তাহলে তিনি এইভাবে কাজ করে থাকেন এবং আমাদের জীবনে আলো জ্বলবে, আমরা আরোগ্য পাই এবং হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তি নদী বয়ে যায়। যুগের পর যুগ বিশ্বসীদের জীবনে এই চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বর ভক্তদের জীবনে এবং আজও পবিত্র আত্মার কাজ আমরা কিভাবে দেখতে পাই?

* বিশ্বভ্রহ্মান্ডের সমস্ত সৃষ্টিকাজে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কার্যকারী শক্তি প্রদান।

* পুরাতন ও নূতন নিয়মে সমস্ত আশ্চর্য্য কাজ পবিত্র আত্মার শক্তিতে করা হয়েছে ।

* ভাববাদীদের সমস্ত ভাববাণী পবিত্র আত্মার পরিচালনায় বলেছিলেন।

* পবিত্র বাইবেল রচনাতে ৪০ জন লেখককে পবিত্র আত্মা অনুপ্রেরনা দিয়েছেন।

* বিশ্বাসীদের জীবনে ঐশ্বরিক সত্য প্রকাশ করা এবং সেই সত্যে স্থীর বিশ্বাসী থাকতে শক্তি প্রদান করছেন।

* ঈশ্বরের ভাববাণী পূর্ণতায় পবিত্র আত্মা কার্যকারী ভুমিকা পালন করে চলেছেন।

বর্তমান সময়ে পবিত্র আত্মার কাজ ঃ

*বিশ্বাসীদের দেহকে ঈশ্বরের মন্দিরে পরিণত করা। (১ করিন্থীয় ৪:১৬-১৭ ও ৬:১৯-২০পদ)।

* বিশ্বাসীদের হারানো ঈশ্বরীয় প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করা। (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।

* মানুষের কাছে খ্রীষ্টের সত্য প্রকাশ করা। (যোহন ১৬:১৩-১৪)।

* সমস্ত সৎকাজের জন্য বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভুত করা।

* পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে অনুপ্রানিত ও সাহায্য করা। (রোমীয় ৮:২৬-২৭পদ)।

* ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে ও সেই বাক্য পালন করতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উৎসাহ ও শক্তি যোগায়।

* মণ্ডলীকে ও বিশ্বাসীদের একতায় বাস করতে এবং খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করা।

* সমস্ত পৃথিবীতে মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য বিশ্বাসীদের ব্যবহার করে ঐশ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

* বিশ্বাসীদের হৃদয়ে থেকে পবিত্র ও বিশ্বস্ত জীবন যাপনে ঈশ্বরের জীবন্ত বলীরূপে উৎসর্গ করা। (রোমীয় ১২:১-২পদ)।

* পবিত্র আত্মার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসীদের আত্মার সাথে একাত্ম হয়ে অনন্ত জীবনে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা। অর্থ্যাৎ যে কেউ এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাসে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছে সে অনন্ত জীবন পেয়েছে সে আত্মায় আর কখনও মরবে না। (রোমীয় ৮:১, ১১, ১৩, যোহন ৬:৪০, ৪৪, ৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৮ পদ)।

* পবিত্র আত্মার কাজ হচ্ছে বিশ্বাসীদের আত্মাকে ২য় মৃত্যু অর্থাৎ আত্মার মৃত্যুর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করা। (যোহন ৫:২৪ পদ, ২৯, প্রকাশিত বাক্য ২০:৬.১২-১৫ পদ)।

পবিত্র আত্মার ফল ঃ পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে পাওয়ার পরে কি কি ফল আমরা পেয়ে থাকি? খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে বিজয়ী হয়ে প্রথমেই শিষ্যদের আবার সেই ফুঁ দিয়ে তাঁর পবিত্র আত্মাকে তাদের হৃদয়ে দিলেন। এই পবিত্র আত্মা শান্তির ও সত্যের আত্মা। তাই তাদের পবিত্র আত্মা দিয়ে বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক" এখন আর ভয় করোনা। পাপ ক্ষমা করার অধিকার দিলেন। যে পাপ ক্ষমা করার অধিকার একমাত্র ঈশ্বরের আছে। এখানে পরিস্কার বুঝা যায় যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ মানুষ হয়, তারা খ্রীষ্টের আত্মায় খ্রীষ্টের সমরূপ হয়ে যায় সমস্ত দিকে। তাই সাধু পৌল বলেছেন, তোমরা অপর খ্রীষ্ট। লোকে তোমাদের মধ্যে জীবন্ত খ্রীষ্টকে দেখতে পাবে। খ্রীষ্টের মধ্যে যে ভাব ও ফলগুলি ছিল তা বিশ্বাসীদের মধ্যেও দেখা যাবে। সাধু পৌল এই ফল সম্পর্কে বলেছেন, পবিত্র আত্মার ফল- "প্রেম, আনন্দ, শান্তি, মৃদুতা, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয় দমন, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা এই প্রকার ফল ও গুণ।" (গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ)। পবিত্র আত্মাকে বীজের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে বীজে ফল উৎপন্ন হয়। এই স্বর্গীয় বীজ যার অন্তরে রোপিত হবে সে নূতন সৃষ্টি হবে এবং তার জীবনে অনন্ত জীবনের জন্য অক্ষয় ফল অবশ্যই ধরে। (১ম করিন্থীয় ১৫;৩৫-৪৫ পদ)। মণ্ডলীর ইতিহাসে বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফলে পরিপূর্ণ ছিল এবং আজও বিদ্যমান যা খ্রীষ্টকে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং তাঁর স্বাক্ষ্য বহনে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন ফল প্রকাশ দ্বারাই প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের চেনা যায়।

পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দান ঃ

তিনি তাঁর ইচ্ছামত বিভিন্ন জনকে মানব কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দান দিয়ে থাকেন। যেমন- একজনকে আরোগ্য সাধনের ক্ষমতা, একজনকে ভাববাণী বলার ক্ষমতা, অন্যজনকে আত্মা চিনে নেবার ক্ষমতা, আর একজনকে পরাক্রম কার্যসাধক গুণ, সুসমাচার প্রচারের ক্ষমতা ইত্যাদি আরও অনেক দান দিয়ে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করতে শক্তি যোগান। (১ করিন্থীয় ১২: ৪-১৩ পদ)। পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দানে পরিপূর্ণ হয়েই খ্রীষ্টভক্তগণ মণ্ডলী স্থাপন করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জীবনের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদগুলি শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত বাক্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত সাড়াদানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের লোকেরা আরো বেশি 'নিখুঁত' আরো 'পূর্ণাঙ্গ' আরো 'পরিপক্ক' হতে পারে। আত্মিক দানগুলি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীকে "সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত" করার দায়িত্বগুলি পূর্ণ করার মূল উদ্দেশ্যটি অর্জন করতে পেরেছিল (ইফিষীয় ৪:৮)। বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যেও বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার দানেই আজও বিশ্বমণ্ডলী সমৃদ্ধ।

কেন পরম পিতা পবিত্র আত্মাকে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঃ

সাধু যোহন বলেছেন, "আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বর হইতে, আর সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে"। (১ যোহন ৫:১৯)। খ্রীষ্ট স্বয়ং পিতার কাছে এই প্রার্থনা করেছেন, "পবিত্র পিতঃ তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর- যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ- যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক।" অর্থাৎ বিশ্বাসীরা যেন এক হয়ে ঈশ্বরের গৌরব করতে পারে সেই জন্য ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যাক্তি পবিত্র আত্মা প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ যীশু খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "আমি নিবেদন করিতেছিনা যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর।" (যোহন ১৭:১১ ও ১৫ পদ) অর্থাৎ পাপের বিভিন্ন আত্মা হতে এবং তার প্রলোভন থেকে বিজয়ী হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মাকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরীয় প্রতিমূর্তিকে ধরে রেখে মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পবিত্র আত্মাকে প্রয়োজন ছিল।

পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের সংযুক্তি ঘটায়। মাংসিক অভিলাসের উপরে বিজয়ী করে আত্মার বশে চলতে শক্তি যোগায়। সেই জন্য সাধু পৌল বলেছেন, "খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নেই সে খ্রীষ্টের নয়"। পবিত্র আত্মা আমাদের ধার্মিক জীবন দান করে এবং আমাদের এই মর্ত্য দেহকে খ্রীষ্টের মতো জীবিত করিবেন। পবিত্র আত্মা ছাড়া আমরা কোনভাবেই ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকতে পারি না এবং ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে পারি না। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি না। পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দেয় যে "আমরা ঈশ্বরের সন্তান" (রোমীয় ৮:৯, ১১, ১৪-১৬ পদ)। পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে নিয়ে আসেন। খ্রীষ্টের সমরূপ করেন। পবিত্র আত্মা লাভের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে অনন্ত জীবনে প্রবেশের শতভাগ

১১ পৃষ্ঠায় দেখুন.....

উপাসনালয় উৎসর্গীকরণ

রেভা. শিমসন মজুমদার

উপাসনা অর্থ কি? যে গৃহে ঈশ্বরের কাছাকাছি বসে, ঈশ্বরের পবিত্র নামে আরাধনা-প্রশংসা করা হয়, তাকে উপাসনা বলে, আর ঐ গৃহটিকে উপাসনালয় বা মন্দির বলে। তাই মন্দির সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে যাকোব বলেছেন- "এ কেমন ভয়াবহ স্থান! এ কেমন মহাপবিত্র স্থান! এ নিতান্তই ঈশ্বরের গৃহ, এ স্বর্গের দ্বার। -আদি ২৮:১৭ পদ। পরে যাকোব তিনি বললেন, আমি এখানে একটি মন্দির তৈরী করবো।

পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জ্ঞানী রাজা শলোমন যে ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, তা ছিল-

- হে ঈশ্বর এই স্থান তোমার বাসস্থান হবে।
- এই পবিত্র মন্দিরের দিকে সর্বদা তোমার চোখ খোলা থাকবে।
- রোগের থেকে মুক্তি লাভের জন্য, অনাবৃষ্টি-খরা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, দুঃখে, যন্ত্রণায়, বেদনায়, অনাহারে তোমার কাছে ক্রন্দন করলে, তুমি তাদের কান্না শুনে প্রতিকার করবে।
- এই মন্দির সেই মন্দির যেখানে লোকেরা তোমার কাছে যা কিছুর জন্য চোখের জলে প্রার্থনা করবে, তা তুমি অনুগ্রহ করে গ্রাহ্য করবে।
- দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, পঙ্গপাল যদি ফসলের খেতে লাগে, তা দুর করার জন্য যদি কেউ তোমার মন্দিরে প্রার্থনা করে, তবে তুমি তা শ্রবণ করো।
- শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য, এমনকি কোন বিজাতীয় বিদেশী তোমার নাম শুনে তোমার মন্দিরে এসে প্রার্থনা করে, তাদের জন্য তুমি তা শ্রবল করো। ১ম রাজা, ৮:২৮ ৯:৯ পদ।

যখন রাজা শলোমন এই ধরণের কাকুক্তি করছিলেন, তখন ঈশ্বর তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "তুমি যে প্রার্থনা ও অনুরোধ আমার কাছে করেছো, তা আমি শুনেছি। তোমার তৈরী এই গৃহটি চিরকাল আমার বাসস্থান হিসেবে, আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করেছি।"

এজন্য তোমাদের খাঁটি অন্তর লাগবে, তোমরা সৎভাবে আমার সামনে চলাফেরা করবে। আমার আদেশ, নিয়ম ও নির্দেশ পালন করবে। তাহলে তুমি ও তোমার লোকেরা চিরকাল ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করবে। আর যদি তোমরা এই সকল আজ্ঞাবলী পালন না কর, তাহলে তোমাদের উপাসনা গৃহটি আমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর করে দেব। তখন অন্য সকল লোকেরা টিটকারী ও তামশা করে বলবে, উপাসনা গৃহটির প্রতি এই রকম হলো, কারণ ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু সেই পবিত্র মন্দির যিহুদী জাতি কলুষিত করে অপবিত্র করেছিল। ব্যবসা-বানিজ্যের গৃহে পরিণত করেছিল। যেন দস্যুগণের গহ্বর। যীশুর বিজয় যাত্রা শেষে মন্দিরের এমন অবস্থা দেখে ক্রন্দন করেছিলেন। আর তৃণদ্বারা একটি চাবুক তৈরী করে তাদের পিটিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি

চিৎকার কারে বলেছিলেন, "আমার গৃহ সমস্ত জাতির প্রার্থনা গৃহ হবে, কিন্তু তোমরা তা দস্যুগণের গহ্বর করে তুলেছো। ফলে ঈশ্বর তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

যিরমিয় ভাববাদী বলেছেন, "তোমরা মন্দির মন্দির করে চিৎকার কর, এতে কোন লাভ হবে না। কারণ তোমরা অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভয় করো না তাই।" কেননা বলা হয়েছে, "মন্দিরে প্রভু নাই অন্তরে খুঁজো তাই।"

তাইতো সাধু পিতর বলেছেন, এই মাত্র জন্মেছেন এমন শিশুর মত তোমাদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য খাঁটি দুধ পেতে খুব আগ্রহী হও। কেননা এর জন্য তোমাদের খ্রীষ্টরূপ জীবন্ত পাথর দেওয়া হয়েছে। তোমার যদি সেরূপ হও তাহলে তোমাদের দিয়েও ঈশ্বরের থাকবার গৃহ তৈরী করা হবে। -১ম পিতর ২:১-৫ পদ।

যীশু শমরীয় নারীকে বলতে চাইলেন, প্রার্থনা বা ঈশ্বরের ভজনা করতে কোন পাহাড় বা যিরুশালেমে যেতে হবে না। কেননা এই স্থানে পবিত্র মন্দির থাকবে না। যীশুর সেই কথা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ হয়েছে। রোমীয় সেনা দ্বারা যিরূশালেম মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। এ মন্দির ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল-

১) মন্দির ধ্বংস ছিল ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর বিচার। অবাধ্যতা হেতু তিনি তাদের শাস্তি দিলেন।

২) উপাসনার জন্য বৃহৎ চমৎকার সৌন্দর্যের প্রয়োজন নাই। সুন্দর গীর্জাঘর লোকদের উপাসনাকে পবিত্র করে তুলতে পারে না। লোকেরা কেবলমাত্র খাঁটি মনোভাব হলেই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করতে পারে। যে আরাধনা বিশ্বাস, নম্রতায়, আন্তরিকতায় এবং সত্যে নিবেদিত হয়। ঈশ্বর তাদেরকেই গ্রাহ্য করেন।

বর্তমান যেরুশালেমের মন্দির প্রঙ্গনের অবস্থা করুণ। যেরুশালেমের মন্দির সীমানার একাংশ মুসলমানদের কাছে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। সেই অংশে তারা আলাস্কা মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং নিয়মিত নামাজ পড়ছে। প্রাশ্চাত্তের অনেক দেশে শুনা যায় মন্দিরের জায়গা বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্য ধর্মের লোকেরা ঘর-বাড়ী তৈরী করে বসত করছে। আবার মন্দিরে বেদী, অন্যান্য জিনিস-পত্র আছে, তবুও সেখানে চা-মদের আড্ডা বসিয়েছে, মন্দিরে অনিষ্ট করে অশুচী করেছে। তাই আমাদের এই মন্দির কে রক্ষা করবে?

আমাদের মন্দির পবিত্র রাখতে হলে, আমাদের মনের মন্দির আগে পবিত্র করতে হবে। কেননা আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। "কেননা এই গৃহের বর্তমান প্রতাপ অপেক্ষা পরবর্তী প্রতাপ মহোত্তর হইবে। এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করবো। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন।" -হগয় ২:৯ পদ। উৎসব যথেষ্ট নয়, মন পরিষ্কার করতে হবে, অন্তর বাহির খোলা রাখতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ, দলা-দলি, রাগ, অহংকার হৃদয় মন্দির থেকে পরিত্যাগ করে দিতে হবে। তাহলে আমরা সম্পূর্ণ খাঁটি মনে এই মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবো। আমরা যেন পবিত্র ভালবাসা দিয়ে এই মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারি, এটাই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

আমরা জানি পবিত্র মন্দির হলো ঈশ্বরের গৃহ, প্রর্থনা গৃহ, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। তাহলে এই নতুন মন্দিরটিতেও ঈশ্বর বাস করবেন, যদি আমাদের অন্তর হয় খাঁটি। আজ থেকে আমাদের প্রার্থনা হবে নিম্নরূপ -

এ পবিত্র মন্দিরে যখন সর্বশক্তিমানের কাছে যারা ধন্যবাদ উৎসর্গ করবে, অনুনয় করি হে পিত, তাদের ধন্যবাদের ডালি গ্রহণ করো। এই গৃহে পবিত্র বাণী পাঠ ও প্রচার করা হবে, যারা প্রচার করবে ও যারা শ্রবণ করবে তাদের আশীর্বাদ করো। এই গৃহে পবিত্র বাপ্তিস্ম দেওয়া হরে, বিশপ মহোদয় হস্তার্পন দেবেন, বিবাহ সম্পাদন করা হবে, পাপ স্বীকার ও বিশপ-পুরোহিত দ্বারা পাপ মোচন বাণী উচ্চারিত হবে, পবিত্র প্রভুর ভোজ উৎসর্গ করণ ও বিতরণ করা হবে, সদ্য জন্মগ্রহণ করা শিশুদের এই মন্দিরে আনায়ন করা হবে, রোগ মুক্তির জন্য, বন্ধা মাতা সন্তান প্রাপ্তির আশায় চোখের জল ফেলবে, বন্যা-খরা, ঘুর্ণিঝড়, ভুমিকম্প, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল, দুঃখ-যন্ত্রণা, বেদনা, অনাহার, শয়তান ও শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য চোখের জল ফেলবে, আর যে কোন প্রকার প্রার্থনা বা ধন্যবাদ হোক। হে করুণাময় পিতা, তোমার প্রিয়পুত্র যীশু নামে সে সব শ্রবণ করো ও প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করো।

পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "তুমি যখন আপন মন্দিরে প্রবেশ কর, তখন তোমার চরণ সাবধানে রেখো।" আবার বলা হয়েছে, "তোমরা সকলে নীরব হও, কেননা সদাপ্রভু আপন মন্দিরে আছেন।" ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে আমাদের হাত-পা, চোখ, অন্তর-আত্মা, হৃদয়-মন সাবধানে রাখতে হবে। আর অন্তর আত্মা, মন দিয়ে প্রভুর আরাধনা করতে হবে। মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও এর পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে।

পবিত্র মন্দিরে যে সমস্ত আসবাবপত্র, জিনিসপত্র, বেদীর জন্য কাপড়, রুমাল, ধুপদানী, পানপাত্র, ঘন্টা, মোমদানী-মোম, ফুলদানী-ফুল, দানের পাত্র সমস্ত কিছু আশীর্বাদ করে পৃথক করা হয়। মনে রাখতে হবে, এগুলি শুধুমাত্র পবিত্র মন্দিরে, পবিত্র উপাসনা কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে। অন্য কোন প্রকার কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না।

পবিত্র মন্দির প্রথম যখন নির্মাণ করা হয়েছিল, তখন মোশীর আহ্বানে, লোকেরা ও নারীগণেরা সিটিম কাষ্ঠ, মশিনা বস্ত্র, স্বর্ণ- রৌপ্য থেকে শুরু করে প্রচুর জিনিসপত্র এনেছিলেন। পরে যখন গীর্জা নির্মাণের জিনিসপত্র বেশী হয়ে গেল, তখন উপহার আর নিয়ে আসতে বারণ করা হল, তবুও তারা উপহার নিয়ে আসা বন্ধ করে নাই। মনে রাখবেন পবিত্র মন্দিরে যারা হৃষ্ট চিত্তে দান করে, ঈশ্বর তাদের অপরিমেয় ভাবে আশীর্বাদ করবেন। মালাখী ৩:১০ পদে বলা হয়েছে, "তোমাদের উৎপন্ন মৎসের, পশুপালের এবং আয়ের এক দশমাংশ ভান্ডারে আনো। যেন ঈশ্বরের গৃহে, ঈশ্বরের মন্দিরে খাবার থাকে। আর এতে আমার পরীক্ষা করে দেখ, আমি আকাশের দরজা খুলে তোমাদের অপরিমেয় আশীর্বাদ করি কি না।"

ঈশ্বর আমাদের ও আপনাদের প্রচুর আশীর্বান দান করুন, যেন যারা পবিত্র মন্দিরে আরাধনা-প্রশংসা, প্রার্থনা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে আসবেন, ঈশ্বর যেন তা গ্রহণ করেন।

উৎসাহ প্রদান

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

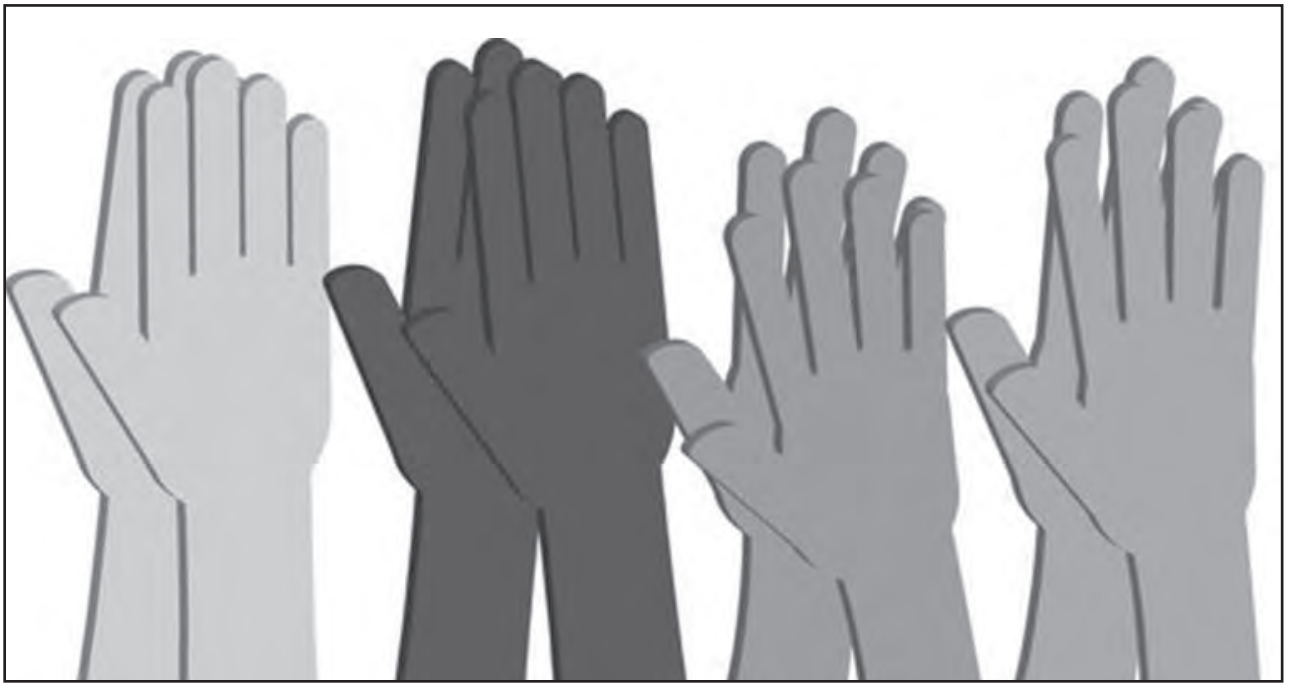

স্কুলের শিক্ষকগণ সাধারনত একটি কথা বলে থাকেন। অমুক ছাত্রের মধ্যে কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই, ওকে দিয়ে কিছু হবে না। স্কুল এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষকগণ কয়েক শত ছাত্র ছাত্রীদের মন মানসিকতা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, বিশেষ গুণ, তাদের ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি অবস্থানগুলি সম্পর্কে ধারণা রাখেন এবং সেগুলি ব্যবহার করাতে চেষ্টা করে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষকদের এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হওয়া জরুরী। শিক্ষকগণ ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে তাদের মধ্যে প্রনোদনা সৃষ্টি করেন, আবার ফলোআপও করে থাকেন। তাদের মধ্যে আগ্রহের বীজ বপন করা যাতে তারা স্বপ্রনোদিত হয়ে তাদের লেখা-পড়া কাজে মনযোগ আনয়ন করে। অনেক ছাত্র/ছাত্রী আছে যাদের ঠেলা গুতা, ধাক্কা দিয়ে পড়াশুনা করাতে হয়। জগতের জীবনে জাগতিক শিক্ষার গুরুত্ব তাদের মনে প্রাণে কাজ করে না। ইচ্ছা শক্তি জাগিয়ে তোলাই বড় বিষয়। একবার জেগে উঠলেই সব ছেলে মেয়ে ভালো ফলাফল করতে পারে, কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সকলের মধ্যেই মেধা দান করেছেন। অলসতা, অবহেলা এবং প্রকৃত পরিচর্যার অভাব হেতু অনেকে পড়াশুনায় যাচ্ছেতাই রকমের দূর্বল থেকে যায়। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের আত্মিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অনেক অবহেলা, অবাধ্যতা, অসচেতনতা সাংঘাতিক ভাবে প্রতিফলিত হয়। এবিষয়ে অনেকের মধ্যে কোন ধরণের ভাবনা কিম্বা তৎপরতা কাজ করে না। আবার বহু মানুষ শুধু উপাসনায় যাওয়া আসা, গান করা, অনিয়মিত প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আত্মিক জাগরণ বা আত্মিক পরিপক্কতার বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা এবং প্রয়োজন অনুভব করে না। ছাত্র/ছাত্রীদের মত এই শ্রেণীর মানুষগুলোকে ঠেলা ধাক্কা দেবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাদের মনোজগতে চেতনা সৃষ্টি করা বড় বিষয়। বাইবেল বলে একজন অন্যজনকে গাঁথিয়া তোল। এই গাঁথুনির কাজটা স্ব-প্রনোদিত হয়ে কাউকে না কাউকে করতে হয় ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত সৈনিক নির্মাণে। অনেকেই আত্মিকভাবে দূর্বল এবং ঘুমিয়ে থাকে। অর্থাৎ জেগে জেগেই ঘুমান। তাই আত্মিক জাগরণে প্রেষণার কাজটি খুব দক্ষতার সাথে করতে হয়। অর্থাৎ প্রেষণাদানকারীকে অবশ্যই আত্মিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হবে। অথবা আত্মিক জাগরণের মধ্যে অবস্থান করছে তার বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে।

উৎসাহ প্রদানের মধ্যদিয়ে আত্মিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। আর তখন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জঘন্য মানসিকতার মানুষগুলো ভদ্র সভ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। বদমেজাজী স্বামীও সবচেয়ে ভাল স্বামীতে রূপান্তরিত হয়। অসৎ নেতাও সঠিক ও সততাপূর্ণ আচরণ করে। আত্মিকভাবে দূর্বল প্রচারক, পালক, পুরোহিতগণ আত্মিকভাবে শক্তিশালী হতে পারেন। শৌল ওরফে পৌল যিনি যিহুদী মতবাদে বিশ্বাসী এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের অত্যাচারকারী হলেও যীশু তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। পৌল যীশুকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এক সময় পৌল যিরুশালেমে প্রায় তিন বছর কাল অবস্থান করেছিলেন। এই সময় ওখানকার প্রায় সকলেই পৌলকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে ঘৃণা করত, এমনকি যিহুদী নেতারা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছিল। ঐ সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে কাউকে কাছে পায় নাই। এমনকি যীশুর কয়েকজন শিষ্যও তাকে পছন্দ করতনা। ফলে ঐ সময় তিনি

একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। জীবনের এই কঠিন সময়ে তার একজন উৎসাহদাতার বড় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঈশ্বর পূর্ব থেকেই বার্ণবা নামের একজকে (যার নামের অর্থ হল উৎসাহদাতা) ঠিক করে রেখেছিলেন। এই বার্ণবা যিরুশালেমে পৌলের সাথে দেখা করেন এবং সান্ত্বনা ও নানাভাবে সাহায্য করেন। তার সাহচর্যে পৌল যীশুর শিষ্যদের বিশেষভাবে পিতর ও যাকোবের সাথে দেখা করার মহা সুযোগ পান। এই তিন বছর সময়কালে পৌল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে ধ্যান ও প্রার্থনায় অধিকাংশ সময় কাটান এবং ধীরে ধীরে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকেন। পরবর্তীতে আরো দীর্ঘদিন যাবৎ পৌলের হতাশাময় ভীষণ একাকীত্বের মুহূর্তে একমাত্র বার্ণবাই তার পাশে থেকেছেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। একসময় তিনি আধ্যাত্মিক জগতের এক উচ্চতর আত্মিক নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। আজকে সমূদয় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ সাধু পৌলকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি পত্র বাইবেলের মত পবিত্র গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

একটু গভীর মন দিয়ে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে পৃথিবীতে কোন বড় কাজই উৎসাহ ছাড়া হয়নি। যাদের কাজে কর্মে কোন উৎসাহ নেই, তাদের সুন্দর স্বাস্থ্য কিম্বা ঈশ্বর প্রদত্ত তালন্ত সমাজ ও সংসারে কোন কাজে আসে না। এটা সত্য এবং প্রমাণিত যে সর্বশক্তিমান কিছু ব্যতিক্রমি মানুষকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে নানান আশ্চর্যজনক আবিষ্কার ঘটিয়েছেন যা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের পিছনে যেমন প্রচণ্ড শ্রম আছে পাশাপাশি তাদের প্রিয়জন এবং শুভাকাঙ্খিদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যুৎ গতিতে কাজ করেছে। অন্যকে ভাল কোন কাজে কিম্বা তার জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে উৎসাহ প্রদান করে আকণ্ঠ তৃপ্তি এবং আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। স্ব-উদ্যোগী হয়ে উদার মানসিকতা নিয়েই প্রেরণার কাজটি করা আবশ্যক। তেমনি উৎসাহ প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও শ্রদ্ধাবনত মানসিকতায় নির্মোহে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যেতে হয়; নচেৎ সে কাজের সুফল আসে না। অতি নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা, আর ক্রোধ; এই পঞ্চ দোষ অভীষ্ট কার্যে কালক্ষেপন ঘটায়। তাই এগুলি অবশ্যই পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কাজে যে নিষ্ঠাবান, ব্যবহারে যে মার্জিত- জীবনে উন্নতি তার হবেই। অন্যদিকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজস্ব সত্তাকে কাজে লাগায় না সে জীবনে উন্নতির সোপানের নাগাল পায় না। জীবনে বাঁধা-বিঘ্ন আসবেই; তাতে দমে গেলে সাফল্যের চূড়ায় আরোহন করা যায় না। সাফল্য হঠাৎ করে ঘটে না, লক্ষ্য স্থির করে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন দ্বারাই তা সম্ভব হয়। ভিক্টর হুগো বলেছেন "প্রতিভা আর প্রেরণা একই জিনিস"। যে পুরুষ নারীর প্রেরণা পায়নি সে কোনদিন উন্নতি করতে পারেনি। কাউকে তোষামোদ করা খুবই সোজা, কিন্তু কাউকে সত্যিকারের প্রশংসা দিয়ে উৎসাহিত করা খুবই কঠিন। উৎসাহ হচ্ছে সেতুর মত যা তোমাকে পার করে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। বেঁচে থাকার জন্য যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রয়োজন, তেমনি মনের খোরাকের জন্য প্রশংসা প্রয়োজন। যত বড় লোকই হোন না কেন প্রশংসা পেলে সে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবে।

কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না কেন? প্রতিউত্তরে হয়তো সে নির্দ্বিধায় বলবে ঐ জায়গায় পৌঁছান সময়ের ব্যাপার মাত্র। তারপরও সে সেখানকার নাগাল পাচ্ছে না। কেননা সে অলস প্রকৃতির এবং ইচ্ছা শক্তির বড় অভাব। মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে থাকে ভাল কিছু করা বা ভাল মানুষ হওয়া কিম্বা ধার্মিক মানুষ হওয়ার উৎস। এই ক্ষেত্রে প্রেরণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মধ্যে উৎসাহ বোধ করা হল আত্মপ্রেরণা। আত্মপ্রেরণা আসতে হবে সর্বশক্তিমানের নিকট থেকে। এই প্রেরণার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া এবং স্ব-প্রনোদিত হয়ে তাঁর কাছে যাঞ্চা অব্যাহত রাখা। নিজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রপ্ত করার পাশাপাশি কর্ম জীবনে ও ব্যক্তি জীবনে নিবেদিত এবং সক্রিয় হয়ে ওঠার তাৎক্ষণিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ খুব প্রয়োজন। উপলব্ধি করতে হবে যে নিজের জীবন আশ্চর্য জনকভাবে অর্থপূর্ণ। সুতরাং আনন্দ উপভোগের লিপ্সা থাকতে হবে। কেউ কাউকে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। স্ব-উদ্যোগেই অনুপ্রাণিত হতে হয়। তবে কেউ কেউ কাউকে কাউকে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অনুপ্রেরণা পাবার জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা যেতে পারে। উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ হওয়ার অর্থ চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন পাশাপাশি কাজের গতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা। আমাদের মূল্যবোধের গভীরতর বিশ্বাস যদি কর্ম প্রেরণার উৎস হয় তা'হলে ঐ বিশেষ প্রেরণা দীর্ঘস্থায়ী হবে নিশ্চয়। নিজের ভিতরকার বিশ্বাসের জন্য মানুষ মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে পারে। আমরা যখন বিশ্বাস করতে শুরু করি যে আমরাই আমাদের জীবনযাত্রার মান ভাল বা মন্দের জন্য দায়ী তখন নিজের মঙ্গলার্থেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে এবং উন্নত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারি। তবে অবশ্যই সেই বিশ্বাসের উৎস খ্রীষ্ট কেন্দ্রীক হতে হবে। ইতিবাচক মনোভাব কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করে। আবার ঐ বিশেষ বিষয়ে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই পর্যায় থেকে জীবনে পরিবর্তন নেমে আসতে পারে। ভাল কিছু করা কিম্বা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ভালো মনের মানুষ হয়ে উঠার একটা উত্তেজনা কাজ করবে। তখন থেকে ভিতরে একটা আনন্দের সুর সৃষ্টি হবে। প্রেরণা দুই ধরনের। যেমন- বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন। আমি যে মানবিক সাহায্য সংস্থায় সেবার কাজ করেছি সেখানে দায় সাড়া গোছের বাহ্যিক প্রেরণা ব্যবস্থা ছিল। বেতন বৃদ্ধি, প্রমোশন, বিনোদন ইত্যাদি। বেতন বৃদ্ধি কিম্বা প্রমোশনটা কর্তাবাবুকে কতটা তোষামোদে তুষ্ট করতে সক্ষম সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল। কর্তাবাবু নিজেও তার প্রমোশনটার জন্য উদ্বিগ্নতায় থাকতেন। এই পরিবেশে চাটুকারিতা, চাপাবাজি এবং জোড়াতালির পদ্ধতিটা কার্যকারী হতে দেখা যেত। অভ্যন্তরিন প্রেরণা বা প্রেষণা খুঁজে পাওয়া যেত না। এ ধরনের চিত্র অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। তবে এ কথা ঠিক যে কাউকে আন্তরিক ভাবে মোটিভেশন দিতে পারলে তা যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। অভ্যন্তরিন প্রেরণা মানুষের অন্তরে তৃপ্তি ও আনন্দ আনয়ন করে। এই তৃপ্তি শুধু কোন বিশেষ সাফল্য থেকেই

নয় কিন্তু সফলভাবে কোন কাজ সুসম্পন্ন থেকেও আসতে পারে। অভ্যন্তরিন প্রেরণা যেহেতু মানুষের মনের ভিতরের বিষয় তাই এটি দীর্ঘস্থায়ী চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। অনুপ্রেরণা হিসাবে পার্থিব পুরস্কার যে মানসিক সন্তুষ্টি সৃষ্টি করে তা ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে পজিটিভ বা গঠনমূলক চিন্তা-চেতনা কার্যে পরিণত হলে সেখানে মানসিক পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। আবার কৃতজ্ঞতার হৃদয় সৃষ্টি হয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা বৃদ্ধি পায়।

অনর্থক প্রতিহিংসাবশত অন্যকে অন্যায় সমালোচনা করা, জনসম্মুখে অবমাননা করার পরিবর্তে তাদের ভালো গুণের স্বীকৃতি দেওয়া, সম্মান প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত হলে অন্যেরা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসাকে উপলব্ধি করতে পারে। ফলশ্রুতিতে অন্যেরা অভ্যন্তরিন উৎসাহে কৃতজ্ঞতার হৃদয় লাভ করতে পারে। উৎকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনায় মনোনিবেশ করতে পারে। আত্ম বিশ্লেষনে মনোনিবেশ করতে পারে। নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে নিজের অভ্যন্তরিন সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হতে পারে। আমাদের ঈশ্বর অদৃশ্য হলেও তিনি সর্বদা আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল এবং উৎসাহ যোগান দেন। নতুন নতুন ভাবনা যুগিয়ে দেন। আমরা যখন বিশ্বাসে তাঁকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিতে পারি এবং হৃদয়ের আকুলতায় আহ্বান করি তিনি তখন আমাদের অন্তরে কথা বলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে এই অভ্রান্ত বিশ্বাসকে ধারণ এবং লালন করতে পারাটা খ্রীষ্টিয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। খুব অল্প সংখ্যক এই জায়গায় পৌঁছিতে পারেন। এটাকেই হয়তো সিদ্ধতা লাভ বলা যেতে পারে। সিদ্ধতা লাভের ইচ্ছা যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি নত-নম্রতায় ঈশ্বরের করুণাও লাভ করা গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। অনেক কথার গোড়ার কথা হল উৎসাহকে উজ্জীবিত বা ধরে রাখতে হবে ভাল বই পুস্তক বিশেষভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুস্তক পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে। মহৎ বিষয়ে উৎসাহ সকল প্রকার মানুষের জন্য বড় প্রয়োজন এবং উৎসাহ সুখ এবং সৎজীবনের গোপন রহস্য। উৎসাহ প্রদান এবং উৎসাহিত হওয়া এই দুটো বিষয়ই একজনের জীবনে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৬ পৃষ্ঠার পর.....

নিশ্চয়তা পেয়ে থাকি। কেননা পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের মতই আমাদের আত্মিক দেহে নূতন জীবন দান করে।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম কি এবং কেন পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম প্রয়োজন?

মহান প্রেমময় পিতা ঈশ্বর যে তাঁর নিজের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রতিমূর্তিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ও নুতন সৃষ্টি করাই হচ্ছে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভ। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম বা গ্রহণ ছাড়া আমরা কোন ভাবেই নূতন জীবনে রূপান্তরিত স্বর্গীয় মানুষ হতে পারি না। পবিত্র আত্মার বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপিত করা হচ্ছে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম। স্বর্গে বাস করার জন্য চিরকালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত হয়ে জীবন পুস্তকে নাম লেখান। পরম ঈশ্বর পিতাকে চিরকালের জন্য বাবা বলে ডাকার অধিকার লাভ করা। (রোমীয় ৮:১৪-১৭) পবিত্র আত্মাকে হৃদয়ে গ্রহণ করা ছাড়া কোনভাবেই তা সম্ভব নয়। জীবনে নূতনতায় চলার জন্য পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম প্রয়োজন।

পরিশেষে, আমরা যে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত একজন অনন্ত জীবনপ্রাপ্ত মানুষ কিভাবে আবিস্কার করব বা বুঝতে পারবো? ১) জীবনে পবিত্র আত্মার ফল বা দানের প্রকাশ ও ব্যবহারে মাধ্যমে ২) দেহকে পবিত্র রেখে জীবন ও আচরণ দ্বারা ৩) খ্রীষ্টের পক্ষে স্বাক্ষ্যবহন এর মধ্য দিয়ে ৪) অন্যের জীবনকে বাঁচাতে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে ৫) খ্রীষ্টের মধ্যে যে ভাব ছিল তা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং ৬) আত্মার বসে চলে বিভিন্ন জাগতিক প্রলোভনের উপরে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যে, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন এবং আমরা অনন্ত জীবন পেয়েছি আমাদের দৈহিক মৃত্যু হলেও আত্মায় চিরকাল বেঁচে থাকব। *পবিত্র আত্মা হৃদয়ে এসো, তোমারই আলো হৃদয়ে জ্বালো, মোচন কর হে অন্ধকার।*

কপোত রিপোর্ট ও সংবাদ- প্রতিনিধি

মি. মৃদুল চাম্বুগং, মি. করূব ঘাগ্রা, মি. সত্য মৃ (ক্যাটেখিষ্ট), মি. শিমন মন্ডল (ক্যাটেখিষ্ট), রেভা. প্রমোষ চাম্বুগং, মি. রিপন রায় (ক্যাটেখিষ্ট), রেভা. দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাস, মি. আলবার্ট ফলিয়া (ক্যাটেখিষ্ট), মি. পলাশ মন্ডল (ক্যাটেখিষ্ট), মি. সঞ্জিত টুডু (ক্যাটেখিষ্ট), মি. পল্লব সরকার, মি. জন মন্ডল, মি. ডিউক মালাকার, মি. এডোয়ার্ড হালদার, রেভা. আলবার্ট হালদার, মি. শুভজিৎ মন্ডল।

‘ভালো থেকো’

অধ্যক্ষ রীনা দাশ

আনন্দজ্জ্বোল একটি মুখ- তেজস শংকর দাশ- আমার দেবর। ওর সঙ্গে আমার এক গভীর সুসম্পর্ক ছিল। একসঙ্গে আমরা অনেক কাজ করেছি, আলোচনা করেছি, সৃষ্টি করেছি- কোন দিনই মনে হয়নি শৈলেন, নিশিথ, হরষিৎ, কিংবা সুব্রত থেকে আলাদা কাকাতো দেবর। নিজের দেবরদের মতই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। প্রায়শঃই দেখেছি, ওকে প্রয়াত মি. ম্যাথিউ মালাকারের সঙ্গে গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। তেজস জোবারপাড়ে গেলে অবশ্যই মি. ম্যাথিউ মালাকার ও মিসেস মালাকারদের বাড়িতে যেতো, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতো। তেজসের জীবনে ওনাদের একটা বিশেষ প্রভাব ছিল।

মনে পড়ে ২০২১ সালে কোন এক মিটিং-এ আমরা কয়েকজন একসঙ্গে ছিলাম; ও জিজ্ঞাসা করলো- “বৌদি আর কতদিন হলিক্রশ কলেজে থাকবেন? আসেন না একটা প্রটেষ্ট্যান্ট কলেজ তৈরী করি! নরওয়েজিয়ান একটা গ্রুপ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য একটা কলেজ করতে চায়। ভাল প্রিন্সিপাল পেলে ওরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করবে- বৌদি, আপনি আসেন- আমরা এই সুযোগটি নেই।” চিন্তা করলাম- ঠিকইতো! এতদিন এত এত শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছি- যাদের অর্থ, মেধা, টিউটর সবই আছে। হলিক্রশ কলেজের সব সুযোগ সুবিধা লাভ করে তারা নিজেদের আরও উন্নতি করছে। কিন্তু এদেশে এখনও কত গরীব সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মেধাবী ছেলে-মেয়েরা আছে যারা এতটুকু সুযোগ পেলে তাদের পরিবারের অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারবে। মৌ-এর বাবা এবং ঋষির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম, ঋষিতো ভীষণ উৎসাহ দিয়ে বললো- “তোতন কাকুতো ঠিকই বলছেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে এসে দাঁড়াও। আমি বললাম- “একদম শূণ্য থেকে গড়ে তোলা অনেক কঠিন কাজ”। ঋষি বললো- “আমার বিশ্বাস, অবশ্যই তোমরা পারবে”।

তোতনকে বললাম, “এসো শুরু করি”। ২০১২ খ্রীষ্টাব্দে বারিধারাতে প্রতিষ্ঠিত হলো ‘মার্টিন লুথার কলেজ’ যা আজও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ঢাকার বুকে এসে এখানে পড়াশুনা করে নিজেদের ও তাদের পরিবারের অবস্থানের পরিবর্তন করছে। প্রতিষ্ঠার পূর্বে কলেজটির কি নাম হবে- তা নিয়ে তোতন নরওয়েজিয়ান পার্টনারদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হলো ‘মার্টিন লুথার কলেজ’। যে মানুষটি প্রতিবাদ করেছিল এই বলে যে, সবারই তার নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ পড়বার অধিকার আছে। কারণ আমরা জানি প্রথম যুগে বাইবেল শুধুমাত্র পোপ-ই পড়তে পারতেন। তাই তাঁর নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর যুগান্তকারী চিন্তাকে সম্মান জানানো যায় এবং তাঁর প্রতিবাদের কথাও সকলকে জানানো সম্ভব। তাই নাম হলো “মার্টিন লুথার কলেজ”। এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন.....

ভারতে করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাড়তে শুরু করেছে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেছেন, পাশের বাংলাদেশে আমরা বিপজ্জনক বার্তা পাচ্ছি।

নিজের ভেরিফায়েড ফেইসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদেরের ফেইসবুক পোস্টটি হুবহু নিচে তুলে দেওয়া হলো-

'করোনার মতিগতি বোঝার সাধ্যি কারো নেই। দুনিয়াজুড়ে বেপরোয়া গতিতেই ছুটে চলেছে অবিরাম। কোভিডের এই ছুটন্ত মিছিলের শেষ কোথায় কেউ জানেনা। দ্বিতীয় তরঙ্গ ভীষণ ভয়ঙ্কর। বিশ্বব্যাপি স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস কাজে লাগছেনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রেডিকশন কোভিডের লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা অসহায়ভাবে কেবল নিষ্ফল প্রেসক্রিপশন দিয়ে যাচ্ছেন। প্রাণঘাতি করোনা কাউকে পাত্তা দিচ্ছেনা। অদৃশ্য শত্রু হার মানছেনা কিছুতেই।

বিশাল ভারত এখন করোনার তান্ডবে লন্ডভন্ড। বিখ্যাত অক্সিজেন উৎপাদক দেশে আজ অক্সিজেন সঙ্কট। হাসপাতালে একটি বেডের জন্য হাহাকার লেগেই আছে। কারপার্কিং, ফুটপাত এখন ভারতে শ্মশানঘাট। চার লাখ ছাড়িয়ে গেছে সংক্রমণ। প্রতিদিন মরছে কয়েক হাজার মানুষ। এদিকে আবার তৃতীয় তরঙ্গের আভাস। অক্সিজেনের অভাবে রাস্তায় মারা যাচ্ছে কত মানুষ! ভয়ঙ্কর ভাইরাস এখন ভারতে পূর্বমূখি গতিপথ নিয়েছে। পাশের বাংলাদেশে আমরা বিপদজনক বার্তা পাচ্ছি।

দ্বিতীয় তরঙ্গের আঘাতে এমনিতেই আমাদের উদ্বেগ-আতঙ্ক চরমে। বিশাল একটি অংশ মানছেনা স্বাস্থ্যবিধি। সর্বত্রই মাস্ক ব্যবহারে চরম অনীহা। হাত ধোয়ার বালাই নেই। নেই সোশ্যাল ডিসটেন্সিং। সংক্রমণের উর্ধ্বমূখি ধারা কিছুটা নিম্নমূখি হলেও বিপদ কিন্তু কাটেনি। ভ্যাকসিনের ঘাটতি মেটাতে শেখ হাসিনা সরকারের সর্বাত্মক আন্তরিক প্রয়াস আশা করি ব্যর্থ হবেনা। তবু মানুষ ছুটছে শহর থেকে গ্রামে। লকডাউনকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামমূখি মানুষের ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রাপথ থেকে এই সেদিনই সলিল সমাধি হল ২৬টি মূল্যবান জীবনের। তবু উদাসীন মানুষের ছুটন্ত যাত্রার যেন শেষ নেই! শহর থেকে গ্রামে; গ্রাম থেকে শহরে। ঝুঁকিপূর্ণ এই যাত্রায় ভাইরাসের ভয়াল থাবা ওঁত পেতে আছে পথজুড়ে।

করোনার করাল গ্রাসে বদলে যাচ্ছে আজ সারা পৃথিবী। ধরিত্রী আজ ধুঁকছে ভাইরাসের ভয়ঙ্কর আঘাতে। বদলে যাচ্ছে দেশের চিত্র। বদলে যাচ্ছে মানুষের মন। দেশে দেশে শরণার্থীদের অসহায় আর্তনাদ। কর্মহীন বেকারের চিত্র সারা দুনিয়ায়। হু হু করে বাড়ছে গরীব মানুষের সংখ্যা। করোনা কাবু করে ফেলেছে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে। প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হচ্ছে অস্বাভাবিক গতিতে। ভ্যাকসিন সঙ্কটে উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে। দেশে দেশে অশান্তি। সুখের সব শহর আজ অসুস্থ। শান্তির জন্যে নোবেল পেয়েও ইথিওপিয়া অশান্ত। গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত সোমালিয়া। বিধ্বস্ত মোজাম্বিক। সুদানের যুদ্ধ আজো থামেনি। প্রচন্ড প্রতিবাদের মুখেও বেলারুশের আলেকজান্ডার লুকাসেঙ্কো পদত্যাগ করেননি। বিদেশি হস্তক্ষেপে ইয়েমেনের যুদ্ধ আরো ভয়াবহ। গৃহযুদ্ধের মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগের হানা। চাদের প্রেসিডেন্ট ইদ্রিস দেবি বিতর্কিত নির্বাচনে বিজয়ের পরপরই বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত। লিবিয়ার সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফিলিস্তিনীরা এখন আরো অবরুদ্ধ, আরো অসহায়। কঙ্গোতে আবারো শুরু হয়েছে প্রাণঘাতি ইবোলার ছোবল। সাগরে মাছ ধরা নিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স মুখোমুখি। ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সেনারা প্রচুর সমরাস্ত্র নিয়ে হাজির। তাজিকিস্তান ও কিরগিজিস্তান পানি বিরোধে উত্তেজিত। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিরোধ চরম সীমায়। থাইল্যান্ডে গণতন্ত্রের দাবীতে জনতার বিক্ষোভ চলছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের জনতার বিক্ষোভ ফেব্রুয়ারি থেকেই রক্তাক্ত করছে রাজপথ। এত প্রাণের বিনিময়েও রক্তপাত কমছেনা।

শান্তি কি আছে আটলান্টিকের ওপারে আমেরিকায়! করোনায় ক্লান্ত আমেরিকায় এ কী ছবি গণতন্ত্রের! কী দেখালেন দোর্দন্ড প্রতাপের সদ্য পরাজিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! এখনো

থেমে থেমে বন্দুক হামলায় মানুষ মরছে বিভিন্ন শহরে। ভেনিজুয়েলার পর কলম্বিয়া সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল। অর্ধশতাধিক ক্রু নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সাবমেরিন ডুবে গেছে সাগরের গভীরে। দক্ষিণ চীন সাগরের জলসীমার অধিকার নিয়ে শক্তিধরদের যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব থামেনি। স্বার্থের খেলায় মেরুকরণ জোরালো হয়েছে চীন-রাশিয়া এবং ইউরোপ-আমেরিকার। পরমাণু বোমা নিয়ে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সমঝোতার সম্ভাবনা সামান্যই। গৃহযুদ্ধে রক্তের হোলিখেলা চলছে আফগানিস্তানে। চীন-ভারত ও ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে এখনো উত্তেজনা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যুর হার নিয়েও ব্রাজিলের বলসোনারোর ডোন্ট-কেয়ার ভাব। রাশিয়ার বিরোধি নেতা নাভালনির আশু কারামুক্তি বিক্ষোভ-আন্দোলনে অনিবার্য বলে মনে হয়না।

এদিকে আমাদের প্রতিবেশি ভারতে করোনার তৃতীয় তরঙ্গের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। পাশের দেশের বাসিন্দা আমাদের তাহলে কী হবে? অভিন্ন শত্রু করোনাকে বাদ দিয়ে এখনো এখানে রাজনীতির 'ব্লেম-গেইম' চলমান। যত দোষ কেবল নন্দ ঘোষ শেখ হাসিনা ও তার সরকারের। অথচ বাংলাদেশ এখনো তুলনামূলকভাবে ভাল আছে শেখ হাসিনার মত সাহসী, দূরদর্শী ও মানবিক নেতৃত্বের কারণে। জীবন ও জীবিকার মধ্যে সমন্বয় করে তিনি পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছেন। একথা তাঁর নিন্দুকেরাও স্বীকার করে। দেশ ও মানুষের কথা ভেবে দেশরত্ন শেখ হাসিনা দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। করোনাকালে তাঁর নির্ঘুম রাত কাটে খেটে খাওয়া অসহায়, ভাসমান মানুষদের চিন্তায়।

করোনায় বদলে গেছে আমাদের চিরচেনা ঢাকা শহরের চিত্র। আনন্দ উৎসবের সেই চেনাসুর আজ অচেনা হয়ে গেছে। কোলাহল মুখরিত ক্যাম্পাসগুলোতে এখন কেবলই শূণ্যতার হাহাকার। চঞ্চল তারুণ্যের ছুটন্ত মিছিল এখন আর চোখে পড়েনা। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আমাদের মায়াবী শহর আজ কাঁদছে অবিরাম। দিকে দিকে স্বজন হারানোর হাহাকার। দুঃসময়ে মানুষ চেনা দায়। কত আপন মানুষ দূরে সরে গেছে কোভিডের নিষ্ঠুর তাড়নায়। কত পরিবারে বিচ্ছেদের করুণ বীণা বাজছে। সহিংস তান্ডবে ভেঙ্গে গেছে কত সুখের সংসার। করোনাকালেই বিল গেটস-মেলিন্ডার ২৭ বছরের মধুর দাম্পত্যে হঠাৎ নেমে এসেছে বিচ্ছেদের বিষাদ ছায়া।

আমাদের সুন্দর গ্রামগুলি এখন হতাশায় হতশ্রী। পাখির গান, রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ, নদীর কলতানের চিরচেনা সুর যেন হারিয়ে গেছে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখার মতো সেই মনটাও আজ যেন মরে গেছে। করোনার স্রোতধারায় স্মৃতির মিছিলগুলো আজ যেন ছন্দহারা হরিণের মত পথহারা। কত বোবা কান্না মানুষের অন্তরে গুমোট বেঁধে আছে। না বলা বেদনায় কত মানুষ বিষাদসিন্ধুতে ভাসছে। কে রাখে তার হিসেব। কে দেয় কৈফিয়ত। সময়টা এখন সত্যিই বড় নিষ্ঠুর।'

১২ পৃষ্ঠার পর.....

স্নেহের ডঃ তেজস শঙ্কর দাস।

তোতনের মৃত্যুর পর ওর স্ত্রী জয়ার সঙ্গে কথা হলো, ও বললো, "হাসপাতালে যাবার সময় আমাকে শুধু বললো, 'ভালো থেকো তুমি' ওকি বুঝেছিল আর ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না!"

হাসপাতালে যাবার কয়েকদিন আগে অনেক অনেক বই যা ওর অতি প্রিয় ছিল- সবগুলি ঝেড়ে-মুছে ধূলা পরিষ্কার করেছিল- মুখে মাস্ক পরেনি- জয়া অনেকবার নিষেধ করেছিল কিন্তু শুনেনি বরং একটু রাগই হয়েছিল। ধুলোতে বার-বার হাঁচি দিচ্ছিল, ডাষ্ট এলার্জির মত হয়েছিল। জয়া বললো, একনাগাড়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বই পড়তে ভালবাসতো, বই পড়তেই তোতনের ছিল সবচেয়ে বেশী আনন্দ। কত জায়গায় সে কথা বলতো, তাই নিবৃষ্ট মনে প্রচুর পড়াশুনা করতো।

আমরা সবাই জানি ডঃ তেজস শঙ্কর দাস একজন সুবক্তা ছিলো, সাবলীল ভাবে বক্তব্য রাখতো, বিরতিহীন ভাবে কথা বলে যেত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সহ। তার বক্তব্য শ্রোতারা আগ্রহ নিয়ে গভীরভাবে শুনতো। বক্তব্যের মধ্যে ছিল বিবিধ জ্ঞানের প্রসারতা।

তেজস শুধুমাত্র একজন সুবক্তাই ছিল না, ছিল একজন জ্ঞানী লোক। সমাজ-মণ্ডলীর নানা কাজে তার জ্ঞানকে সে ব্যবহার করেছে। সাহসী মন ছিল, উচিত যা মনে হয়েছে তা প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যে কোন সময়, সহায়তা নিয়ে অগুনতি মানুষের পাশে দাড়িয়েছে; আজ তারা অনেকেই জয়াকে ফোন করে জানায় তাদের কৃতজ্ঞতার কথা।

জয়া বললো, প্রাণবন্ত এই মানুষটি ঘরে কিন্তু বেশ গম্ভীর ছিল- ইনন্ট্রোভার্ট ছিল, অনেক কিছুই খোলাখুলি করে বলতে পারতো না। অনিন্দ ও শীর্ষ একটু ভয়ই পেত বাবাকে কিন্তু তার প্রতি ছিল ওদের অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তি। বাবার বক্তৃতা শুনে গর্বিত হতো ওরা।

প্রতিষ্ঠান, সমাজ-মণ্ডলীর উন্নতির জন্য তোতনের যে উৎসাহ ছিল, পরিবারের উন্নতির দিকে সেই পরিমাণ ছিল না কোন খেয়াল। ৬ই এপ্রিল ২০২১-এ কোভিড-১৯ এর চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্ত্তি করানো হল এভার কেয়ার হাসপাতালে। শুরু হলো নানা রকম চিকিৎসা, দেখতে যাওয়া যায় না, কাছে যাওয়া যায় না, শুধুই চিকিৎসা আর চিকিৎসা। জয়া বললো- "বৌদি- এত চিকিৎসার জন্যই আসল চিকিৎসাটা হয়তো আর হয়নি। তাইতো জীবিত অবস্থায় ওকে দেখতে পেলাম না শুধু 'ভালো থেকো' বলে বিদায় নিলো।"

হঠাৎ করে এমন একজন প্রাণবন্ত হাস্যোজ্জ্বল মানুষ চলে গেল অনন্তধামে, মেনে নেওয়া বড়ই কঠিন, অবিশ্বাস্য এ ঘটনা। পরিবার, মণ্ডলী, সমাজ হারালো এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্রকে।

শুধু জয়াকে নয় আমাদের সবাইকেই যেন বলে গেল- 'ভালো থেকো'। শুধু দৈহিক ভাবে নয়, ভালো থাকতে হবে আত্মিক ভাবেও। তুমিও ভালো খেকো তোতন- ওপাড়ে।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব ও পবিত্র আত্মার অবতরণ

ড. ফ্লোরেন্স লিপিকা সমাদ্দার

সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের জন্য মোশির মাধ্যমে কতগুলো পর্ব ঠিক করেছিলেন। সেই পর্বগুলোকে পবিত্র মিলন সভা নামে ঘোষণা করা হয়েছিল। সপ্তাহের ছয় দিন লোকেরা কাজ করতে পারবে কিন্তু সপ্তম দিনটা হবে বিশ্রামবার, অর্থাৎ পবিত্র মিলন সভার দিন। এই দিনে লোকেরা কোন কাজ করবে না, তারা যেখানেই বাস করুক না কেন এই দিনটা হবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামবার। এই সাপ্তাহিক বিশ্রামবার ছাড়া যিহুদীরা আরও পর্ব পালন করতেন। অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতিরা মূলত: সাতটি পর্ব পালন করতেন। সেগুলো হলো উদ্ধারপর্ব, খামিহীন রুটির পর্ব, প্রথমে তোলা ফসলের পর্ব, পঞ্চাশত্তমী (সাত সপ্তাহের) পর্ব, শিংগাধ্বনির পর্ব, পাপ ঢাকা দেবার দিন এবং কুঁড়ে ঘরের পর্ব।

পঞ্চাশত্তমী (সাত সপ্তাহের) পর্ব তাদের চতুর্থ পর্ব। বিশ্রামবারের পরের দিন, অর্থাৎ প্রথমে তোলা ফসলের পর্বের দিন থেকে গুনে পর পর সাতটা সপ্তাহ বাদ দিতে হবে। এই সাত সপ্তাহের বিশ্রামবারের পরের দিন, অর্থাৎ দোলন উৎসর্গের অনুষ্ঠান করেন। সদাপ্রভু মোশির মাধ্যমে মরু-প্রান্তরে বসে পর্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের আরও বলেছিলেন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে চমৎকার দেশটিতে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে রয়েছে পাহাড় ও উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, ফোয়ারা আর মাটির তলার জল। সেখানে রয়েছে প্রচুর গম ও যব, আংগুর ও ডুমুর গাছ এবং ডালিম, জলপাইয়ের তেল আর মধু। সেই দেশে তোমরা পাবে প্রচুর খাবার এবং কোন কিছুরই অভাব তোমাদের থাকবে না। সেখানকার পাহাড়ে রয়েছে লোহা। সেখানকার পাহাড় থেকে তোমরা তামা খুঁড়ে তুলতে পারবে। তোমরা সেখানে খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হবার পর তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া ঐ চমৎকার দেশটির জন্য তাঁর গৌরব করবে। তোমাদের নিজের ইচ্ছায় করা উৎসর্গ দিয়ে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সাত সপ্তাহের পর্ব পালন করবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের যে পরিমাণে আর্শীবাদ করেছেন তা বুঝে তোমরা এই উৎসর্গের জিনিষ দেবে। তোমরা বাড়ী থেকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলন উৎসর্গ হিসেবে তোমাদের প্রথমে তোলা ফসলের কিছু অংশ নিয়ে আসবে। সেই দোলন উৎসর্গের জিনিষ হবে সাড়ে তিন কেজি মিহি ময়দার তৈরী খামি দেওয়া দু'টো রুটি। এই রুটির সংগে সাতটা এক বছরের খুঁতহীন ভেড়ার বাচ্চা, একটা ষাঁড় এবং দু'টা ভেড়া আনতে হবে। এই পশুগুলো দিয়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটা পোড়ানো উৎসর্গের অনুষ্ঠান করতে হবে, আর তার সংগে থাকবে নিয়মিত শস্য উৎসর্গ এবং ঢালন উৎসর্গ। এগুলো সব আগুনে করা উৎসর্গ, যার গন্ধে সদাপ্রভু খুশী হন। তারপর তোমরা পাপ-উৎসর্গ হিসেবে একটা ছাগল এবং যোগাযোগ উৎসর্গ হিসেবে এক বছরের দু'টো ভেড়ার বাচ্চা উৎসর্গ করবে। পুরোহিত সদাপ্রভুর সামনে দোলন-উৎসর্গ হিসেবে সেই দু'টা ভেড়ার বাচ্চা এবং প্রথমে তোলা ফসলের তৈরী রুটি নিয়ে দোলাবে। এগুলো সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা পবিত্র জিনিষ যা পুরোহিতের পাওনা।

সেই দিন তোমাদের কোন পরিশ্রমের কাজ করা চলবে না। তোমরা যেখানেই বাস কর না কেন বংশের পর বংশ ধরে এটা হবে তোমাদের জন্য একটা স্থায়ী নিয়ম।

"তোমরা যখন তোমাদের জমির ফসল কাটবে তখন জমির কিনারার ফসলগুলো তোমরা কাটবে না এবং পড়ে থাকা শস্য কুড়িয়ে নেবে না। সেগুলো গরীব এবং দেশে বাস করা অন্য জাতির লোকদের জন্য ফেলে রাখতে হবে। আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।"

মোশি তাদের বললেন, তোমরা যখন সদাপ্রভুর প্রতিশ্রুত দেশে গিয়ে ফসল ফলাবে তার প্রথমে তোলা কিছু ফসল টুকরিতে রাখবে। সেই ফসল সদাপ্রভুর মন্দিরে যে পুরোহিত থাকবে তোমরা প্রত্যেকে তাকে বলবে, "আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে আজ আমি স্বীকার করছি যে, সদাপ্রভুর প্রতিশ্রুত দেশে আমি এসে গেছি। তখন পুরোহিত তোমাদের হাত থেকে সেই সব টুকরি নিয়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বেদীর সামনে রাখবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের যে পরিমাণে আর্শীবাদ করেছেন তা বুঝে তোমরা এই উৎসর্গের জিনিষ দেবে। তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েরা, তোমাদের দাস ও দাসী এবং তোমাদের মধ্যে বাস করা লেবীয়েরা, বিদেশী বাসিন্দারা অনাথ ছেলেমেয়েরা আর বিধবারা তোমরা সবাই এই অনুষ্ঠানে আনন্দ করবে"।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহুদী বংশজাত। তিনি দায়ূদের বংশের এবং দায়ূদ অব্রাহামের বংশের লোক। অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ থেকে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; বাবিলে বন্দী হবার পর থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ। যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন- যাকোব যার অপর নাম ইস্রায়েল, তার বড় সন্তান যিহূদার বংশজাত। যিহুদারা মোট বার ভাই। তাদের এই ভাইদের বংশকে ইস্রায়েল বা যিহুদী জাতি বলে। যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা যিহুদীদের পর্বগুলো পালন করতেন। ক্রুশে হত যীশু পুনরুত্থিত হবার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন। সেই সময় একদিন যীশু যখন শিষ্যদের সংগে ছিলেন তখন তাঁদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা যিরুশালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর। যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে পবিত্র আত্মায় তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে। স্বর্গ থেকে শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এই শহরেই থাকবে। পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, যিরুশালেম, সারা যিহুদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে"। পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের আর্শিবাদ করলেন। আর্শিবাদ করতে করতেই তিনি তাদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, গালীলের লোকেরা এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন। তখন তাঁরা উবুড় হয়ে প্রণাম করে তাঁকে সম্মান দিলেন এবং খুব আনন্দের সংগে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। তাঁরা সব সময় উপাসনা ঘরে উপস্থিত থেকে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগলেন।

এর কিছুদিন পরে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যেরা এক জায়গায় মিলিত হলেন। তখন হঠাৎ আকাশে থেকে জোরে শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই ঘরটা শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল। শিষ্যেরা দেখলেন আগুনের জিহ্বার মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। তাতে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন এবং সেই আত্মা যাঁকে যেমন কথা বলবার শক্তি দিলেন সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেই সময় জগতের নানা দেশ থেকে যিহুদী লোকেরা এসে যিরুশালেমে বাস করছিল। তারা সেই শব্দ শুনল এবং অনেকেই সেখানে জড়ো হল। নিজের নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে

বলল, এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয়? যদি তাই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে কি করে নিজের নিজের মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি? পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয় লোক এবং মেসোপটেমিয়ায় বসবাসকারী লোকেরা, যিহুদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া প্রদেশ ফরুগিয়া ও পামফুলিয়া, মিসর ও কুরীণীর কাছাকাছি লিবিয়ার কয়েকটা জায়গার লোকেরা, রোম থেকে আগত যিহুদীরা ও যিহুদী ধর্মে বিশ্বাসী অযিহুদীরা এসেছে তারা ক্রীট দ্বীপের লোকেরা ও আরবীয়েরা। আমরা সকলেই তো আমাদের নিজের নিজের ভাষায় ঈশ্বরের মহৎ কাজের কথা ওদের বলতে শুনেছি। "তারা আশ্চর্য ও বুদ্ধিহারা হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: এর মানে কি?" আবার অন্যরা শিষ্যদের ঠাট্টা করে বললেন, "ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।" কিন্তু তখন পিতর সেই এগারোজন শিষ্যের সংগে দাড়িয়ে জোরে সেই সব লোকদের বললেন, "যিহুদী লোকেরা আর যাঁরা আপনারা যিরুশালেম বাস করেছেন, আপনারা জেনে রাখুন এবং মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। আপনারা মনে করেছেন এরা মাতাল হয়েছে, কিন্তু তা নয়; কারণ এখন তো মাত্র সকাল ন'টা এটা সেই ঘটনার মত যার কথা যোয়েল ভাববাদী তার পুস্তকে দুই অধ্যায় আঠাশ পদ থেকে বত্রিশ পদে বলেছেন। এরপর পিতর যীশু খ্রীষ্টের মহৎ ও আশ্চর্য কাজ বর্ণনা করেছেন। আর সেই সাথে তিনি বলেছেন দুষ্ট লোকদের দ্বারা যীশুকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন কারণ তাঁকে ধরে রাখবার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না। এইভাবে খ্রীষ্টের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে ঈশ্বরভক্ত লোকেরা পিতর ও অন্য প্রেরিতদের জিজ্ঞাসা করল, "ভাইয়েরা, আমরা কি করব?" উত্তরে পিতর বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে পাপের ক্ষমা পাবার জন্য পাপ থেকে মন ফিরান এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন। আপনারা দান হিসাবে পবিত্র আত্মাকে পাবেন। আপনাদের জন্য, আপনাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এবং যারা দূরে আছে, এক কথায় আমাদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর নিজের লোক হবার জন্য যাদের ডাকবেন, তাদের সকলের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক কথা বলে পিতর সাক্ষ্য দিতে লাগলেন। "তিনি তাদের এই বলে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, "এই যুগের বিবেকহীন লোকদের থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।" যারা তাঁর কথা বিশ্বাস করল তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং শিষ্যদের দলের সংগে সেই দিন ঈশ্বর কমবেশ তিন হাজার লোককে যুক্ত করলেন।

পুরাতন নিয়মে পঞ্চাশত্তমী পর্বের মূল উদ্দেশ্য কৃতজ্ঞতা জানানো এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বীকার। ঈশ্বর সদাপ্রভু সর্বদা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। মিশর দেশের দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে যিহুদীদের যে আবাসভূমির প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তিনি পুর্ণ করেছেন। এই পবিত্র মিলন মেলায় সন্তান সন্ততি, আত্মীয় পরিজন, দাস-দাসী, অন্য ধর্মের লোক, অনাথ ও বিধবা সকলকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একই ভাবে নতুন নিয়মে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের পবিত্র আত্মা দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। একই পবিত্র আত্মার দেওয়া বিশেষ দান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই প্রভুর সেবা করি। আমাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একই ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে থাকেন। সকলের মংগলের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হন। কাউকে কাউকে সেই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয়। অন্য কাউকে কাউকে সেই একই আত্মার দ্বারা বিশ্বাস বা রোগ ভাল করবার ক্ষমতা বা আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা বা নবী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবার ক্ষমতা বা ভাল ও মন্দ আত্মাদের চিনে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আবার অন্য কাউকে কাউকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা বা বিভিন্ন ভাষার মানে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সমস্ত কাজ সেই একই পবিত্র আত্মা করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেইভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন। একটি দেহের যেমন অনেকগুলো অংশ থাকে আর সেই অংশগুলো অনেক হলেও যেমন সব মিলে একটিমাত্র দেহ হয়, খ্রীষ্টও ঠিক সেই রকম।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় পবিত্রআত্মা আগুনের জিহ্বার ন্যায় শিষ্যদের মাথায় বর্ষিত হলে প্রত্যেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি পেয়েছিলেন, যদিও তারা সকলে গালীলের লোক ছিলেন। পবিত্রআত্মার শক্তিতে যীশুকে উপস্থিত জনতা যেন প্রকৃ-তভাবে জানতে পারে, তাই প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় প্রচার শুনেছে কিন্তু যারা আহূত নয় তারা শিষ্যদের মাতাল বলে তুচ্ছ করেছে। যে কোন নেশা লোকেরা রাতে অর্থাৎ অন্ধকারে করে। দিনের আলোতে নয়। যে কথা পিতর সুন্দর করে বুঝিয়েছেন।
যীশুর বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়েছেন। পিতর তার বক্তৃতায় পাপের ক্ষমার জন্য মন ফিরানো অর্থাৎ পাপ পরিত্যাগ করে যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিতে বলেছেন। পঞ্চাশত্তমী অনুষ্ঠান বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যেমন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান আর নতুন নিয়মে যীশুর দ্বারা পবিত্র আত্মার শক্তি গ্রহণ। মন্দতা থেকে নিজেকে সরিয়ে সঠিক পথে চলা। বিবেকহীন লোকদের থেকে রক্ষা পেতে পবিত্রতায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ আবশ্যক। ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে ভীত শিষ্যেরা পুনরুত্থিত যীশুর শক্তিতে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেন পঞ্চাশত্তমীর দিন এবং ঐদিন শিষ্যদের শক্তিশালী প্রচারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত সরলমনা কমবেশ তিন হাজার লোক পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিলেন। আর অনেক মণ্ডলী এই পঞ্চাশত্তমীর দিন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জন্মদিন রূপে পালন করে।

(তথ্যসুত্র: লেবীয়: ২৩ অধ্যায়, দ্বি বিবরণ: ৮, ১৬ এবং ২৬ অধ্যায়, যোহন: ৬ অধ্যায়, প্রেরিত ১ এবং ২ অধ্যায়, ১ম করি: ১২:৪-১২ পদ।)

মধুপুরের চী-দামপাড়ায় নতুন গীর্জাঘর উদ্বোধন

বিগত ১৬ই মে ২০২১ খ্রীষ্টাব্দে মধুপুর টাঙ্গাইলের চী-দামপাড়ায় নতুন গীর্জাঘরের শুভ উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন করেন চার্চ অব বাংলাদেশের মাননীয় মডারেটর বিশপ স্যামূয়েল সুনীল মানখিন। এসময় বিশপ মহোদয়ের সহধর্মীনি মিসেস মনিতা মানখিন, সিনড সম্পাদক রেভা. জন প্রভুদান হীরা সহ তেইজে ব্রদারের ব্রাদারদ্বয়, স্থানীয় মণ্ডলীর পুরোহিত ও চার্চ সম্পাদক সহ অন্যান্য পুরোহিত, ক্যাটেখিষ্ট, ঢাকা হতে আগত চার্চের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ডিপার্টমেন্ট প্রধানগণ, ঢাকা ডায়োসিস সম্পাদক, স্থানীয় চার্চ প্রতিনিধি বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপাসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আচিক সংস্কৃতি অনুযায়ী বিবিধ সুরযন্ত্র বাজিয়ে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে বিশপ মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গীর্জাঘরের সামনে নিয়ে আসা হয়। পূর্বের দিনটি বর্ষাস্নাত হলেও এদিনটি ছিল রৌদ্রজ্জ্বল। ইসিইউএসএ-র সহায়তায় স্থানীয় উপাসকবৃন্দের চাহিদায় ঈশ্বরের এই গৃহ নির্মাণ করা হয়, যা এই এলাকার উপাসকদের আনেক দিনের প্রার্থনার ফসল। উল্লেখ্য স্থানীয় চার্চ সম্পাদক মি. ডেভিড সিমসাং উক্ত উপাসনা গৃহের জন্য জমি দান করেন।

ঈশ্বরের এই গৃহ উৎসর্গ অনুষ্ঠানের উপাসনা বিশপ সুনীল মানখিন অন্যান্য পুরোহিতদের সহায়তায় পরিচালনা করেন। প্রভুর বাক্য হতে উপদেশ প্রদান করেন রেভা. শিমসন মজুমদার। তিনি পবিত্র বাইবেলের- ১ম রাজাবলী ৮:৬২-৯:৯ পদ, ২য় করিন্থীয় ৭:১১-১৬ পদ, ১ম পিতর ২:১-৫ পদ, ইফিষীয় ২:১৯-২২, যোহন ৪:১৯-২৬ পদ ও মথি ২১:১২-১৪ পদের আলোকে উপাসনালয় প্রতিষ্ঠাকরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

উপাসনা শেষে চা চক্রের পরে এক সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা বক্তব্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রাঞ্জল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় সদস্য ও প্রাক্তন সম্পাদক মি. আন্দ্রিয় তুহিন মৃ। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীদের আচিক ভাষার গান ও নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। এর পূর্বে গারোদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন হিসেবে বিশপ মহোদয় ও মিসেস মানখিনকে মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেয়া হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্যের শুরুতেই চার্চ সেক্রেটারী মি. ডেভিড সিমসাং বিশপ মহোদয় সহ আগত সকল অতিথিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক স্বাগত জানান। তেইজে ব্রাদারের পক্ষে ব্রাদার এরিক তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে আশা করেন- গীর্জাঘর তালাবদ্ধ

থাকবে না বরং মনের পরিবর্তনের জন্য এখানে নিয়মিত উপাসনা হবে এবং মনের পরিবর্তন হবে। তিনি বলেন, 'মণ্ডলী ইট-পাথরের হয় না কিন্তু মানুষ দ্বারা হয়, আমি তাই কামনা করি যেন আমরাও অংশগ্রহণ করতে পারি'।

পুরোহিতদের পক্ষে বক্তব্যে রেভা, শলোমন কিস্কু ও রেভা. ভানু চিসিম সকলের আত্মিক জীবনের উন্নতি কামনা করেন।

মিসেস মনিতা মানখিন সকলকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন- যীশু খ্রীষ্টকে মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে মনে বাখতে হবে। তিনি আহ্বান করেন যেন ঈশ্বরের বাক্য সবসময় অন্তরে থাকে। এসময় তিনি তার পরিবারের পক্ষে ১০টি পবিত্র বাইবেল উপহার দেবার ঘোষণা দেন।

মডারেটর বিশপ মানখিন বলেন- 'আমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের আশির্বাদ থাকে। আমরা কখনও তা অনুভব করি আবার কখনও করি না'। তিনি বলেন, 'খ্রীষ্টকে গ্রহণ না করলে আমরা ১০০ বছর পিছিয়ে থাকতাম। চার্চ অব বাংলাদেশে প্রচার কাজ ছিল না, কিন্তু এখন আমরা তা করছি, আমাদের মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে'। খাগড়াছড়ি এলাকায় আগামী ৫ বছরে আরও ৫টি মণ্ডলী গঠন হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন- 'আপনাদের মধ্যে যেন ভুল বুঝাবুঝি না থাকে। এই সুন্দর গীর্জাঘর অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি না আমরা নিয়মিত এখানে উপাসনা করি। মনে রাখতে হবে, যীশু বলেন, `You are the light, you are the salt'. পরিশেষে তিনি ভূমিদাতা মি. ডেভিড সিমসাং ও মি, মিল্টন দিও এবং মি., তুহিন মৃ'র মাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অন্যান্যদের মধ্যে সিনড সম্পাদক রেভা. প্রভুদান হীরা, ঢাকা ডায়োসিস সম্পাদক মি. যিরমিয় মন্ডল, মি. প্রদীপ মন্ডল, মি. জনেশ লোটন রায়, মি. মিল্টন দিও, মিসেস মানষী দিও, মধুপুর ডিনারী সম্পাদক মি. চন্দন চিরান, জেমস স্বপন মল্লিক প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। বিভিন্ন প্যারিশ ও অন্যান্যরা নতুন এই গীর্জঘরে ব্যবহারের জন্য বিবিধ উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি রেভা. ডিউক বাড়ৈ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানো সহ ইদিলপুর প্যারিশ ও উষা শিশু পল্লীকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, বিশপ মহোদয় সহ ঢাকা ও অন্যান্য জেলা হতে আগত সকল অতিথিবৃন্দ উষা শিশু পল্লীর উষ্ণ আতিথেয়তায় ছিলেন। দুপুরের আহারের পরে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। *-নিজস্ব প্রতিবেদক।*

বল্লভপুর ডিনারী সংবাদ

শুভ পুনরুত্থানের উপাসনা ঃ বল্লভপুর ডিনারীর প্রত্যেক প্যারিশে গত ৪ঠা এপ্রিল ২০২১ তারিখে রবিবার ভোর বেলায় পবিত্র কবরস্থানে পুরোহিতগণ,ক্যাটেখিষ্টগণ, মণ্ডলীর সভ্য/সভ্যাগণ, কীর্তনদল মিলে মৃতগণের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন। সকালে পবিত্র উপাসনালয়ে শুভ পুনরুত্থানের উপাসনা করা হয়। শুভ পুনরুত্থানের উপাসনার মূলসুর ছিল ঃ ***খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত, তিনি সত্যই পুনরুত্থিত, হাল্লেলুয়া।*** এ বছর কুষ্টিয়া ডায়োসিসের মান্যবর বিশপ হেমেন হালদার মহোদয় বল্লভপুর ইম্মানূয়েল চার্চে ও মেহেরপুর সাধু বার্ণাবাস চার্চে শুভ পুনরুত্থানের উপাসনা পরিচালনা করেন।

প্যারিশ পরিদর্শন ঃ কুষ্টিয়া ডায়োসিসের মান্যবর বিশপ হেমেন হালদার মহোদয় বল্লভপুর ইম্মানূয়েল চার্চে বিগত ২রা মার্চ এবং ৫ই এপ্রিল সভ্য/সভ্যাদের গৃহ পরিদর্শন করেন এবং অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা ও আর্থিক সহায়তা এবং অসহায় দুঃস্থ্যদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। শিশুদের মাঝে তিনি চকোলেট বিতরণ করেন। বল্লভপুর ইম্মানূয়েল চার্চের সভ্য/সভ্যাদের গৃহ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়া ডায়োসিসের মান্যবর বিশপ হেমেন হালদার মহোদয় সকলের সুখ-দুঃখের খবরাখবর নেন। এসময় বিশপ মহোদয় বল্লভপুর মিশন হাসপাতালও পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের পরিচালক সিষ্টার জুলিয়ান রোজ ও ডাক্তার, অফিসের স্টাফ এবং জি ওয়ার্ডের রোগীদের সাথে তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করেন। বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের সভ্য/সভ্যাগণ বিশপ মহোদয় ও পুরোহিতবৃন্দের এই পরিদর্শনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। মান্যবর বিশপ মহোদয়ের এই প্যারিশ পরিদর্শনে সহযোগী ছিলেন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, রেভা: আশীষ মন্ডল, রেভা: দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাস, ক্যাটেখিষ্ট মি: ফিলিপ মন্ডল, ডিনারী সম্পাদক মি: রিন্টু সরকার, চার্চ সম্পাদক মি: শলোমন মন্ডল, প্যারিশ কমিটির সম্মানিত সদস্য/সদস্যাগণ ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। শ্রদ্ধেয় বিশপ ৩রা এপ্রিল রতনপুর সাধু পিতরের গীর্জা এবং ৬ই এপ্রিল ভবের পাড়া সাধু আন্দ্রিয়ের চার্চও পরিদর্শন করেন।

বল্লভপুর ডিনারীতে গানের শিক্ষক নিয়োগ ঃ কুষ্টিয়া ডায়োসিসের মান্যবর বিশপ হেমেন হালদার মহোদয় বল্লভপুর ডিনারীর সকল প্যারিশে উপাসনায় ধর্মীয় গান ও বাজনা যাহাতে ভাল হয় এবং ডিনারীর সকল যুবক/যুবতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যেন গান বাজনা শিখতে পারেন সেই লক্ষ্যে বিগত ৩রা মে মি: ইতি মন্ডলকে বল্লভপুর ডিনারীতে গান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। মি: ইতি মন্ডল বল্লভপুর ডিনারীর প্যারিশগুলোতে নিয়মিত ভাবে গান ক্লাশ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্ব মা দিবস পালন ঃ বিগত ১৩ই মে ছিল বিশ্ব মা দিবস। বল্লভপুর ডিনারীর প্রায় সকল প্যারিশে গত ৯ই মে ও ১৬ই মে পবিত্র রবিবাসরিয় উপাসনায় বিশ্ব মা দিবস পালন করা হয়। মণ্ডলীর পক্ষে ফুল দিয়ে উপস্থিত সকল মায়েদের ভালবাসা ও সম্মান জানানো হয়।

মণ্ডলীর জন্মদিন ও শষ্যপর্ব পালন ঃ গত ২৩শে মে ছিল পঞ্চাশত্তমী/পবিত্র আত্মার অবতরণের পর্ব

দিন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে ভয়কে জয় করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেন এবং পবিত্র বাণী প্রচারের মাধ্যমে সেই দিন ৩,০০০ হাজার লোক খ্রীষ্ট যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জন্ম হয়। বল্লভপুর ডিনারীর সকল প্যারিশে পঞ্চাশত্তমী পর্ব কেক কেটে ও মিষ্টি মুখ করে মণ্ডলীর জন্মদিন পালন করা হয়। এই ডিনারীর সকল প্যারিশে বিগত ১৬ই মে পবিত্র রবিবাসরিয় উপাসনায় এবং পঞ্চাশত্তমী পর্ব দিনে শষ্যপর্ব পালন করা হয়।

বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেড পাঠ্যক্রম কেন্দ্রিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ বিগত ২৭ মে হতে ২৯ মে পর্যন্ত বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চে বৈথনিয়া বাড়ীতে MSP-4 এর আয়োজনে বল্লভপুর ডিনারীর সকল প্যারিশের বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেডের ৩২জন শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে ঢাকা হতে আসেন মি: পল সুব্রত মালাকার (প্রোগ্রাম ও কমিউনিকেশন, পরিচালক, চার্চ অব বাংলাদেশ), রেভা: শিমসন মজুমদার (আহ্বায়ক, বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেড, চার্চ অব বাংলাদেশ) এবং সহযোগীতায় ছিলেন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, রেভা: আশীষ মন্ডল, রেভা: দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাস, ক্যাটেখিষ্ট মি: ফিলিপ মন্ডল। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষকগণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের এ্যাকসন সং শেখান, কি ভাবে শিশুদের পাঠ্যদান করতে হবে তা হাতে কলমে শিক্ষা দেন। প্রশিক্ষকগণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মাঝে প্রত্যেক প্যারিশের জন্য সিলেবাস, শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকা বই, ফ্লিপ চার্ট, রং করার বই, বাইবেল স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার ব্যাগ বিতরণ করেন। বল্লভপুর ডিনারীর সকল প্যারিশের বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেডের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এই সুন্দর প্রশিক্ষণ লাভ করে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সেই সাথে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুব্যবস্থাদানে বিশপ মহোদয়গণ, প্রশিক্ষকগণ, এবং MSP-4 কে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জানান।

হস্তার্পণ প্রদান ঃ বিগত ৫ই জুন শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চে সকল হস্তার্পণ প্রার্থীদের নিয়ে কুষ্টিয়া ডায়োসিসের মান্যবর বিশপ হেমেন হালদার মহোদয় হস্তার্পণ সাক্রামেন্টের ক্লাশ গ্রহণ করেন এবং পরেরদিন সকালে পবিত্র রবিবাসরিয় উপাসনায় ৫১ জন হস্তার্পণ প্রার্থীদের হস্তার্পণ প্রদান করেন। এই পবিত্র উপাসনায় শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয়ের সাথে সহযোগীতায় ছিলেন রেভা: আশীষ মন্ডল, রেভা:দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাস, রেভা: এল. ডি কীর্তনীয়া, ক্যাটেখিষ্ট মি: ফিলিপ মন্ডল। বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের হস্তার্পণ প্রার্থী ছিল ৪৫ জন এবং ভবের পাড়া সাধু আন্দ্রিয়ের চার্চের হস্তার্পণ প্রার্থী ছিল ৬ জন। বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের ৪৫ জন হস্তার্পণ প্রার্থীদের প্রস্তুত করতে নিয়মিত ক্লাশ নিয়েছেন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, ক্যাটেখিষ্ট মি: ফিলিপ মন্ডল এবং ভবের পাড়ার ৬ জনের ক্লাশ নিয়েছেন ক্যাটেখিষ্ট মি: কৈশর মল্লিক। সকল হস্তার্পণ প্রার্থী মিলে দুপুরের প্রীতি ভোজের আয়োজন করেন।

পুরোহিতের বাসগৃহ পুন: উদ্বোধন ঃ বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের পুরোহিতের গৃহের নূতন ছাদ, মেঝে, প্লাস্টার, টয়লেটের কাজ, পানির লাইনের কাজ, ইলেকট্রিক কাজ ও অন্যান্য কাজ সুসম্পন্ন হওয়ায় বিগত ৬ই জুন সকাল ১০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া ডায়োসিসের মান্যবর বিশপ হেমেন হালদার মহোদয় বল্লভপুর ইম্মানূয়েল চার্চের সভ্য/সভ্যাগণদের উপস্থিতিতে পুরোহিতের বাস গৃহ পুন: উদ্বোধন করেন।

প্রতিবেদক ঃ রেভা: দীপক উজ্জ্বল বিশ্বাস (নিত্যানন্দপুর চার্চ)
মি: আলবার্ট ফলিয়া (ক্যাটেখিষ্ট, জুগিন্দা চার্চ)

সিনড কনফারেন্স ও মিটিং রুম উদ্বোধন

২০শে মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ মাননীয় মডারেটর ও ঢাকার বিশপ রাইট রেভা. স্যামুয়েল এস মানখিন সিনড কার্যালয়ের ৫ম তলায় সুসজ্জিত একটি কনফারেন্স ও মিটিং রুম ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময়ে সিনড কার্যালয়ের সকল বিভাগের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। রেভা. শিমসন মজুমদার উপস্থিত সকলকে নিয়ে প্রত্যহিক সকালের উপাসনা পরিচালনা করেন; মিসেস মনিতা মাখনিনের প্রার্থনার মাধ্যমে উপাসনা শেষ হয়। উপাসনা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অনুষ্ঠানে চার্চ মডারেটর মাননীয় বিশপ স্যামুয়েল সুনীল মানখিন, সালোম-এর পরিচালক মি. রোনেন গমেজ, সিএমসিওয়াই-এর পরিচালক মি. তরুন মণ্ডল, মি. জনেশ লোটন রায়, মি. তিমথী তুহিন কর্মকার, মি. জেমস স্বাপন মল্লিক প্রমূখ বক্তব্য প্রদান করেন। *-কপোত ডেস্ক।*

সিষ্টার ব্রত গ্রহণ করলেন বাণী ঘাগ্রা

বিগত ১৫ই মে ২০২১ খ্রী: তারিখে সাধু আন্দ্রিয়ের গীর্জায় প্রভুর ভোজ উপাসনায় পরম শ্রদ্ধেয় মডারেটর রাইট রেভা: স্যামূয়েল এস মানখিন নবীশ বাণী ঘাগ্রাকে সিষ্টার পদে ব্রত প্রদান করেন। এই ব্রত অনুষ্টানে হালুয়াঘাট ডিনারীর বিভিন্ন প্যারিশ থেকে পুরোহিত, ক্যাটিখিষ্ট ও প্যারিশ সম্পাদকগণ এবং স্থানীয় প্যারিশের গণ্যমান্য ব্যাক্তিগণ যোগদান করেন। দেশের করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সংক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। ব্রত অনুষ্ঠানের পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর সকলের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। সিষ্টর বাণী ঘাগ্রা ১৫ই অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রী: বাঘাইতলা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩ বোনের মধ্যে ২য় জন। বাবার নাম আলপন রিছিল, (মৃত) মায়ের নাম ইভা ঘাগ্রা (মৃত) ছোট বেলায় মা-বাবা দুজনই মারা যান। বড় হয়েছেন দিদিমার কাছে। দিদিমা এখনো জীবিত আছেন। তিনি সেন্ট মেরীস হোষ্টেল থেকে পড়াশুনা করেছেন। হোষ্টেল থেকেই এস,এস,সি পাশ করার পরেই সেন্ট মেরীস ভগ্নী সমাজে যোগ দেন। প্রথম প্রবেশার্থী হয়েছেন ১৮/৫/২০১৬ এবং নবীশ হয়েছেন ২৩/১১/২০১৬ খ্রী: এবং সিষ্টার পদে ব্রত হলেন ১৫/৫/২০২১ খ্রী:। বর্তমানে এই ভগ্নী সমাজে ৫ জন সিষ্টার রয়েছেন। সেন্ট মেরীস ভগ্নী সমাজের সুপিরিয়র সিষ্টার মীরা মানখিন। তাঁরা দিনে সাতবার প্রার্থনা করে থাকেন এছাড়া তাদের রুটিন অনুযায়ী কাজ করে থাকেন এবং পুরোহিতকে নানা ভাবে উপাসনায় সাহায্য করে থাকেন। - *স্থানীয় সংবাদদাতা।*

চট্টগ্রাম সিটি পাস্টরেট সংবাদ

উইমেন্স ফেলোশীপের বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

বিগত ৭ই মে সকাল ১১ ঘটিকায় চট্টগ্রাম ক্রাইস্ট চার্চ উইমেন্স ফেলোশীপের বার্ষিক সাধারণ সভা উইমেন্স ফেলোশীপের ৩২ জন সদস্যা এবং ক্রাইস্ট চার্চ পাস্টরেট কমিটির সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে সভানেত্রী মিসেস মারিশা বৈরাগী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। মিসেস মিনু দফো যোহন ১৫ঃ১১-১৬ পদের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। অতঃপর সম্পাদিকা মিসেস আইভি হালদার এবং কোষাধ্যক্ষ মিসেস রুবি বিশ্বাস তাদের নিজ নিজ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সাধারণ সভার পর পুরোহিত রেভা. প্রমোষ চাম্বুগং এবং পাস্টরেট কমিটির সম্পাদক মি. ইম্মানূয়েল বৈরাগীর পরিচালনায় ২০২১ এবং ২০২২ খ্রীঃ- এ দু বছরের জন্য ক্রাইস্ট চার্চ উইমেন্স ফেলোশীপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে মোট ৭ জন সদস্য নির্বাচিত হয় এর মধ্যে সভানেত্রী হিসাবে মিসেস রুবি বিশ্বাস এবং সম্পাদিকা হিসাবে মিসেস মারিশা বৈরাগী নির্বাচিত হন।

ইয়ূথ ফেলোশীপের বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

একই দিন সকাল ১১:৩০ মিনিটে ইয়ূথ ফেলোশীপের বার্ষিক সধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইয়ূথ ফেলোশীপের ১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভার পর রেভা. প্রমোষ চাম্বুগং, পাস্টরেট কমিটির সম্পাদক মি. ইম্মানূয়েল বৈরাগী কোষাধ্যক্ষ ও পাস্টরেট কমিটির অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে ২০২১ এবং ২০২০ খ্রীঃ- এ দু বছরের জন্য ইয়ূথ ফেলোশীপের ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন মি. ইভেন্স কর্মকার এবং সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন মি. মার্সেল অনিক হালদার।

ক্রাইস্ট চার্চের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

বিগত ৪ঠা জুন সকাল ৮:৩০ মিনিটে পবিত্র প্রভুর ভোজের উপসানার মধ্য দিয়ে ক্রাইস্ট চার্চের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ আরম্ভ হয়ে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলে। উক্ত দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় মডারেটর রাইট রেভা. স্যামূয়েল এস. মানখিন মহোদয় কর্তৃক নির্বাচন কমিশনার হিসাবে মনোনিত ঢাকা ডায়োসিস সম্পাদক এ্যাড. যিরমিয় মন্ডল এবং ঢাকা ডিনারীর ডীন রেভা. ইম্মানূয়েল মল্লিক। দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় মোট ৯৫ জন ভোটার সদস্যার মধ্যে ৭৫ জন ভোটার সদস্য উপস্থিত থাকায় প্যারিশ পুরোহিত রেভা. প্রমোষ চাম্বুগং কোরাম ঘোষণা করেন। অতঃপর পুরোহিত রেভা. প্রমোষ চাম্বুগং ১ করিন্থিয় ১৪:১৬ পদের আলোকে বলেন- মণ্ডলীর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় আমরা সমবেত হয়ছি আমাদের বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন কথা রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের আর্শিবাদ রয়েছে, ঈশ্বরের দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন আর্শিবাদগুলো একত্র করে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে গেঁথে তুলতে হবে।

অতঃপর সম্পাদকের প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কমিটির কনভেনরগণ তাদের নিজ নিজ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পাস্টরেট কমিটি নির্বাচনে সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে পাষ্টরেট কমিটির ৬ জন সদস্য হলেন যথাক্রমে হলেন- মি. মুকুল তালুকদার, মি. লিন্টু বিপ্লব হালদার, মি. মাইকেল হালদার, মি. পল রয়, মি. বিভুদান বাড়ৈ এবং মিসেস ববি বৈদ্য। তাছাড়া উইমেন্স ফেলোশীপ হতে মিসেস রুবি বিশ্বাস এবং ইয়ূথ ফেলোশীপ হতে মি. মার্সেল অনিক হালাদর পাস্টরেট কমিটিতে সদস্য হিসাবে থাকবেন। *-স্থানীয় সংবাদদাতা।*

সিএমসিওয়াই প্রতিবেদন

সিএমসিওয়াই এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা পল্লীগ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের থাকা-খাওয়া ও শিক্ষার আলো সহ সুনিদিষ্ট পথ দেখিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ তৈরী করে দেয়।

সিডিএসপি প্রকল্প ঃ

পার্টনার্স প্ল্যানঃ আগামী বছরে কম্পেশনের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমুহের পার্টনার্স প্ল্যান সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী পবরর্তী ৬ মাসে শিশুদের পরিবারে মাসিক ১২০০ টাকার মধ্যে খাদ্য সহায়তা দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কম্পেশনের পরামর্শক্রমে সিএমসিওয়াই- এর ৮টি বিশেষায়িত পলিসি (১) ষ্টাফ পলিসি (২) ফিনান্সিয়াল পলিসি (৩) চাইল্ড প্রোটেকশন পলিসি (৪) জেন্ডার পলিসি (৫) কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেষ্ট (৬) এন্টি হ্যারাসমেন্ট পলিসি (৭) ফ্রড প্রোটেকশন পলিসি ও (৮) প্রকিওরমেন্ট পলিসি (যা ফিনান্সিয়াল পলিসির সাথে সংযুক্ত) নতুন ভাবে তৈরী/রিভিউ করা হয়।

কম্পেশনের পরামর্শক্রমে গারো ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের নেতৃবৃন্দের সাথে পারস্পারিক চুক্তিবিষয়ক জুম মিটিং এবং সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হয়।

প্রত্যেক সিডিএসপি প্রকল্পের হিসাব-রক্ষক এর মুল্যায়ন ফরম পুরণ করে তাদের গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

প্রত্যেক সিডিএসপি প্রকল্প এবং সিএমসিওয়াই প্রজেক্ট এর ম্যানেজার, প্রজেক্ট ইনচার্জ, মাননীয় সভাপতি এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে জুমে ৩০/০৫/২০২১ খ্রীঃ মিটিং করা হয়।

সিএমসিওয়াই হষ্টেল প্রকল্প ঃ

সিএমসিওয়াই প্রজেক্ট এর প্রতিটি শিশু প্রতিমাসে ১০০০/= টাকার মধ্যে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে।

এছাড়াও প্রত্যেক ম্যানেজার ও ইনচার্জদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে নিম্নরুপ নির্দেশনা দেওয়া হয় ঃ

মোবাইলের মাধ্যমে কোভিড- ১৯ প্রতিরোধের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মাস্ক পরিধান , বারবার হাত ধোয়া, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, নিজেদের কম্পাউন্ড পরিস্কার রাখা এবং সর্বপরি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়।

যদি কোন শিশুর পরিবারে কারো কোভিড-১৯ হয়, তবে সেই পরিবারকে দ্রুত সাহায্য করতে হবে। *প্রতিবেদনঃ সিএমসিওয়াই।*

বাইল্যাছড়ি সেন্ট পলস্ চার্চে বৃক্ষ রোপন

যা কিছু আমরা আমাদের বলে দাবী করি, তার কিছুই আমাদের নয়। আমাদের যা কিছু আছে, তা প্রভুই আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন যেন আমরা তা ধনাধ্যক্ষ হিসেবে ব্যবহার করি। বাইল্যাছড়ি সাধু পৌলের গীর্জা, চার্চ অব বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীকে উপহারস্বরূপ ৫ একর জমি (পাহার) দিয়েছেন। এবছর আমরা পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ স্যামূয়েল এস. মানখিন মহাদয়ের অনুমতি ও পরামর্শক্রমে পুরোহিত রেভাঃ প্রমোষ চাম্বুগং মি. বিজয় ধামাই ও মি. অনিল ত্রিপুরার সার্বিক সহযোগিতায় ৩০০টি আকাশী গাছ এবং ৩০০টি আমের চারা (বাড়ী-৪) ও ৮০টি আম্রপালী গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে যত্ন করা শুরু করেছি। আশাকরি ঈশ্বর আমাদের প্রচুর ফলে ফলবান করবেন।

সংবাদদাতা : রিপন রায়, খাগড়াছড়ি।

বরিশাল ডায়োসিস সংবাদ

বিগত ২রা এপ্রিল পূণ্য শুক্রবার উপলক্ষে বরিশাল বেতার থেকে পূণ্য শুক্রবারের তাৎপর্য প্রচার করেন- বরিশাল ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সৌরভ ফলিয়া, এদিন সকাল ৮টায় অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়।

বিশপ মহোদয় পূণ্য শুক্রবারে সেন্ট পিটার চার্চ, বরিশাল ও শুভ পুনরুত্থানে সেন্ট পলস্ চার্চ, ধামসরের উপাসনা সমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং উভয় উপাসনায় প্রভুর বাক্য বিভাজন করেন।

উপাসনার পরে তিনি মণ্ডলীর সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি প্রতিটি পরিবারে পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টের উপস্থিতি ও তাঁর দেয়া আনন্দ ও শান্তি যেন বিরাজ করে সেই প্রত্যাশা ও আশির্বাদ করেন। পরে তিনি প্রতি পরিবারে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বিশপ বি ডি মন্ডলের লেখা "আমি ও আমার পরিবার প্রভুর সেবা করিব" বইটি উপহার দেন। তিনি যুবক-যুবতিদের 'পবিত্র বাইবেল' ও কিশোর-কিশোরীদের 'বাইবেলের ১০১টি মজার গল্প'- বই উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

বিগত ২২শে এপ্রিল ক্যান্টেরবেরীর আর্চ বিশপ জাষ্টিন ওয়েলবী কর্তৃক বিশ্বের সকল বিশপদের সহধর্মিনীদের নিয়ে ল্যাম্বেথ কনফারেন্সের অফিসারদের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চার্চ অব বাংলাদেশের মডারেটর বিশপ স্যামূয়েল এস মানখিনের সহধর্মিনী মিসেস মনিতা মানখিন এবং বরিশাল ডায়োসিসের বিশপ সৌরভ ফলিয়ার সহধর্মিনী মিসেস সুচিত্রা বেহেরা অংশগ্রহণ করেন। তারা উভয়েই চার্চ অব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থা ও বর্তমান কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন।

২৯শে এপ্রিল বিশপ ফলিয়া ইউএসপিজি কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ওয়েবিনারে ফিলিপিন্স থেকে 'এ্যাবান্ডেন্ট লাইফ প্রেগ্রাম'-এর কর্মকর্তা ও সেখানকার বিশপগণ আদিবাসী জনগোষ্ঠির অধিকার রক্ষার বিষয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। *-নিজস্ব সংবাদদাতা।*

এমএমপিএ সংবাদ

এমএমপিএ প্রকল্পের বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেড প্রশিক্ষণ ৬টি ডিনারিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত মাসগুলিতে বাইবেল স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে হালুয়াঘাট ডিনারিতে ৪০ জন, রাজশাহী ডিনারিতে ৪৫ জন এবং বল্লভপুর ডিনারিতে ৩৩ জনকে নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শেষ করা হয়। প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণ ও কনভেনর রেভা. শিমসন মজুমদার। এ পর্যন্ত ৬টি ডিনারিতে মোট ২০৪ জনকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রভুর ধন্যবাদ হউক।

হালুয়াঘাট

রাজশাহী

বল্লভপুর

এমএমপিএ - প্রতিবেদক।

এমএসপি -৪ -এর উদ্যোগে রাজশাহী ডিনারী বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেড পাঠক্রম কেন্দ্রিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মণ্ডলীতে বাইবেল স্কুল কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। কারণ শিশুরাই মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ। বিগত ২৪ থেকে ২৬ মে, ২০২১ খ্রীঃ পর্যন্ত এমএসপি-৪ এর পরিচালনা ও সহযোগিতায় রাজশাহী ডিনারীর বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেড কার্যক্রমের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে রাজশাহী ডিনারীর ২৯টি প্যারিশের বাইবেল স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে ৩৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাইবেল স্কুল ও ব্রিগেড কার্যক্রমের কনভেনর রেভাঃ শিমসন মজুমদার এবং এমএসপি-৪ এর মিঃ পল সুব্রত মালাকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডিনারীর ডীন রেভাঃ দানিয়েল মন্ডলসহ সকল পুরোহিতবৃন্দ। উক্ত প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ছিল নতুন পাঠ্যক্রম বিষয়ে পরিচিতি এবং কিভাবে শিশুদের এই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ দান করা যায়। বাইবেল স্কুলগুলো যেন আরও সুসজ্জিত, পরিকল্পিত এবং একই ধারাই পরিচালিত হয় সেই লক্ষ্যে প্রথমেই চার্চ অব বাংলাদেশ-এর বাইবেল স্কুল পরিচালনা নির্দেশিকা প্রদান করা হয়। তারপর দুই দিন ব্যাপি নুতন পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস ও পাঠদানের নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে স্কুলের পাঠ্যক্রম অনুসারে চার্চ অব বাংলাদেশ বাইবেল স্কুলের জন্য পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক গাইড প্রস্তুত করেছে। যা অত্যন্ত পরিশ্রমের ও দূরদর্শী চিন্তার কাজ। এ জন্য সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা চার্চ অব বাংলাদেশের বাইবেল স্কুল পরিচালনা কমিটি ও পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষক নির্দেশিকা গাইড প্রস্তুত করার জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সকলেরই আশা নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে আমাদের শিশুদের ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রদানের ফলে তার প্রকৃত ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং সেই সাথে তারা স্কুলেও ভাল ফলাফল অর্জন করবে। *-প্রতিবেদকঃ পলাশ মন্ডল।*

লেপ্রোসী কর্মসূচিতে সালোম একটি পরিচিত নাম

করোনা মহামারীকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় প্রকল্পের কুষ্ঠ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
লেপ্রোসী কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো:

- মে-জুন মাসে মোট ২৪৩টি পরিবারে কুষ্ঠ রোগী সনাক্তের জন্য সার্ভে করা হয়েছে
- নতুন রোগীদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর মাধ্যমে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে বিনামূল্যে অসুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে
- কুষ্ঠ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে
- ৪৩ জন কুষ্ঠ ও প্রতিবন্ধীকে জরুরী রিলিফ বিতরণ করা হয়েছে
- সালোম-এর সহায়তায় সরকারীভাবে ৯ জনকে ৪৫০ টাকা করে মোবাইলে প্রদান
- করোনাকালে দূরত্ব মেনে ১৮টি আত্ম কর্মসহায়ক দলে সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন প্রদান
- সালোম-এর সহায়তায় ৪জন কুষ্ঠ আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজ সেবা প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান
- সালোম-এর সহায়তায় ২জনকে সরকারি ঘর দেয়া হয়েছে
- সালোম-এর সহায়তায় ১জন মহিলা কুষ্ঠরোগীকে সালোম-এর সহায়তায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে দোকান ঘর দেয়া হয়েছে
- ৯জন কুষ্ঠ রোগীকে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ভিজিডি কার্ড, প্রতিবন্ধী কার্ড প্রাপ্তি,
- ৫জন কুষ্ঠ রোগী ২০০ টাকা হাজিরায় ৩ বছরের জন্য কাজের সুযোগলাভ, ইত্যাদি।

নিজের গঠন করা আত্মসহায়ক দল আজ তাকে আলোর পথ দেখিয়েছে ...

হাদেসা বেগম, বয়স-৪৮। স্বামী- মৃত কুদ্দুস আলী। মেহেরপুর সদর, গ্রাম পিরোজপুর, ভিটাপাড়া। ২ ছেলে, বড় ছেলে সেলুনে কাজ করে, ছোট ছেলে দিন মজুর। হাদেসা বেগম তার সালোম-এর আত্ম সহায়ক দলের দলের সভানেত্রী।

হাদেসা বেগম একজন দরিদ্র অসহায় বিধবা নারী। ২০১০ সালে তার স্বামী সাপের কামড়ে মারা যায়। তখন থেকে হাদেসা জীবনের সাথে লড়াই শুরু। মানুষের বাড়িতে কাজ করে, ঋণ নিয়ে চালের ব্যবসা করে কোন রকমে দুই ছেলেকে বড় করেন। কিন্তু বিধি বাম; তার শরীরে চর্ম রোগ দেখা দেয়। পাঁচ বছর বিভিন্ন চিকিৎসা করে কোন লাভ হয়না। ব্যবসার জমানো টাকাও চিকিৎসার পিছনে শেষ হয়ে যায়। হাদেসা বেগম ভালো হবার আশা ছেড়ে আবারও মানুষের বাড়িতে কাজ করে মহাজনের সুদের টাকা ফেরত দিতে থাকেন।

২০১৬ সালে দি লেপ্রসী মিশনের সহায়তার সালোমের কর্মী কাজল নামে একজন কুষ্ঠ রোগীর সন্ধান পায়। তাকে মেহেরপুর সদর উপজেলার হেলথ কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসা শুরু হয়। এ সময় কাজল জানায়; তার বোন হাদেসা একই সমস্যায় ভুগছে। তখন সালোমের এক কর্মী হাদেসাকে সদর হেলথ কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। হাদেসার বিনামূল্যে চিকিৎসা শুরু হয়। হাদেসা আজ একদম সুস্থ এবং সালোমের কাছে কৃতজ্ঞ। হাদেসা নিজে কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হয়েছেন এবং তার এলাকায় আরো দুজন রোগীকে সে সনাক্ত করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

হাদেসা মনে করে, তার এই রোগের জন্য তার যে হয়রানি হয়েছে, অর্থকড়ি শেষ হয়ে গেছে–তার গ্রামে আর কেউ যেন এই রোগে কষ্ট না পায়, নিঃস্ব হয়ে না যায়। তাই সে নিজের চেষ্টায় জনগণকে সংগঠিত করেছে এবং দল গঠন করেছে। আজ হাদেসা দলের সভানেত্রী হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

হাদেসা বেগম খুবই উদ্যোগী। বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ পায়। সে খুব পরোপকারী একজন মানুষ। হাদেসা বেগম আত্ম সহায়ক দলের সদস্যাদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে। ৪জন সদস্যকে ভিজিএফ কার্ড যোগার করে দিয়েছে। নিজের জন্য মাসিক ৩০ কেজি চালের কার্ড করেছে। সবচেয়ে খুশীর সংবাদ হাসেদা বেগম সরকারের জমি আছে ঘর নেই প্রকল্পের অধিনে একটি দূর্যোগ সহনীয় ঘর পেয়েছে। পাকা ঘর পেয়ে হাসেদা খুশি হলেও মাটির ঘরেই ছিল তার সুখের সংসার। হাসেদার দুঃখ সেই মাটির ঘরেই তার স্বামী সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল।

হাদেসা বেগম এখন শারিরীকভাবে সর্ম্পূণ সুস্থ ও নিরাপদ জীবন যাপন করছে। এর জন্য সে সরকার, সালোম এবং দি লেপ্রসী ইন্টারন্যাশনাল-এর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। নিজের গঠন করা আত্মসহায়ক দলই আজ তাকে আলোর পথ দেখিয়েছে।

আপনার কোভিড-১৯ হয়ে থাকলেও টিকা নিন।

কারণ আমরা জানি না যে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোগটির চাইতে দীর্ঘস্থায়ী কিনা!

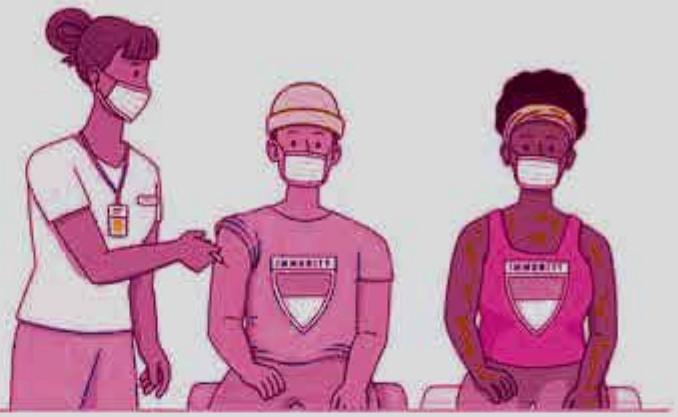

আপনাকে আরো বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে টিকাকে বুষ্টার হিসাবে ভাবুন।

সকলের এটি করা, আমাদের সকলকে রক্ষা করে।

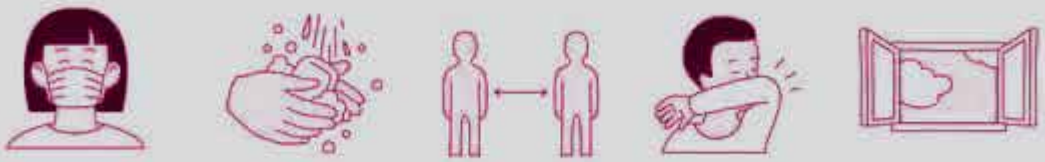

টিকা দেওয়ার পরেও এই ৫টি সতর্কতা অনুসরন করতে সর্বদা মনে রাখবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং মাস্ক পরিধান আপনার জীবন নিরাপদ রাখবে